জানা–অজানা সফরে
৪ এর পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

অবরুদ্ধ ঈশ্বর
৩ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ১৬ শ্রাবণ – ২২ শ্রাবণ, ১৪৩২ ঃ ০২ আগষ্ট – ০৮ আগষ্ট, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 40, 02 August - 08 August, 2025

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ভারতে প্রথমবারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার
এই ধরনের উদ্যোগ চালু করছে

আমাদের পাড়া
আমাদের সমাধান

আপনার মতামত, আপনার প্রয়োজন, আপনার সিদ্ধান্ত

প্রতি বুথের জন্য বরাদ্দ ১০ লক্ষ টাকা

৮০,০০০-এরও বেশি বুথের সম্পূর্ণ কভারেজ

আপনিই ঠিক করবেন, বুথের জন্য বরাদ্দ অর্থ কীভাবে খরচ হবে

বাংলা জুড়ে ২৭,০০০-এরও বেশি ক্যাম্প*

কর্মসূচির সময়সীমা

৬০ দিন
ক্যাম্প

৩০ দিন
প্রশাসনিক মূল্যায়ন

৯০ দিন
বাস্তবায়ন শুরু

ক্যাম্পে সাধারণ মানুষের জন্য দুয়ারে সরকার ডেস্কও থাকবে

*তিনটি বুথ নিয়ে একটি করে ক্যাম্প আয়োজিত হবে (কলকাতা পৌরসভা এলাকায় দুটি বুথ নিয়ে একটি ক্যাম্প হবে)

কাজের সময়সূচি, বর্তমান অবস্থা এবং অগ্রগতি আপনি দেখতে পারবেন এখানে apas.wb.gov.in

রাজ্য হেল্পলাইন নম্বর 18003450117 | 033-22140152

অর্থনীতি

বিশ্ব বাজারের সাথে ভারতীয় বাজারেও পতন

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখায় উল্লেখ করেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২৪৮০০ এই মুহূর্তে ভালো সাপোর্টের কাজ করছে এবং ২৫৫০০ স্পর্শ করার সম্ভবনা। বিশ্ববাজারে টানা পতনের পরিপ্রেক্ষিতে বাজার উপরের দিকে ২৫২৬৫ লেভেল থেকে পড়তে শুরু করে এবং বড় গ্যাপ ডাউন করে প্রায় ২৪৬০০ এর কাছাকাছি চলে আসে যদিও সেখান থেকে আবার একদিনেই উপরে গিয়ে ২৪৮০০ লেভেলের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এই মুহূর্তে যখন ২৫৫০০ লেভেল বড় রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করবে এবং নিচের দিকে ২৪৫০০ লেভেল খুব গুরুত্বপূর্ণ যদি সেটা ব্রেক করে তবে ২৪২০০ আসা সম্ভাবনা। এর সাথে সমানে বেড়ে চলেছে ক্রুড অয়েলের দাম যা ভারতীয় বাজারকে আবার বিব্রত করে তুলেছে। গত সপ্তাহে এই হঠাৎ পতন এর পেছনে বিশ্ববাজরের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি ছিল কেননা ঘরোয়া বাজারে যেসব কোম্পানি রেজাল্ট বেরোচ্ছে তারা এখনো পর্যন্ত মোটের উপর ভালো। এখন দেখার যে বড় কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাজারে কোন মুভমেন্ট আসছে কিনা কেননা পরপর তিনদিন যেভাবে মার্কেট পড়েছিল

লিখছি অর্থাৎ বুধবার তখন বাজার ২৪৮০০ লেভেলে রয়েছে। তবে এই মুহূর্তে আগামী সপ্তাহের জন্য তার রেশ কাটানোর জন্য কয়েক দিন একটা রেঞ্জের মধ্যেই থাকবে এটাই টেকনিক্যাল এর রুলস।

জেনে রাখা দরকার

ইতিহাসের ধারা

১৬৯০: ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফে যব চার্নক সুতানুটি মৌজায় বাণিজ্যিক বসতি স্থাপনের জন্য বাদশাহি ফরমান লাভ করেন।

১৬৯৬: কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ প্রতিষ্ঠা।

১৬৯৮: সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর পৌত্র মহম্মদ আজিম–আল–দীনকে বাংলার সুবেদার নিয়োগ করেন। নতুন সুবেদার কলকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি মৌজার মালিকানা মাত্র ১৬ হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেন।

১৭৫৬: ১৬ জুন সিরাজউদ্দৌল্লার কলকাতা দখল।

১৭৫৭: ৯ ফেব্রুয়ারি কোম্পানির সঙ্গে সিরাজউদ্দৌল্লার আলিনগরের সন্ধি।

১৭৫৭: ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধ।

১৭৬৪: বক্সারের যুদ্ধ। দিল্লির বাদশা ও অযোধ্যার নবাবের সাহায্যে মির কাশিমের ইংরেজদের উৎখাত করার শেষ চেষ্টা। কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন।

১৭৬৫: রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানির বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি লাভ।

১৭৬৯: ৭০ মহা দুর্ভিক্ষ। বাংলার প্রায় দুই–তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়।

১৭৭২: ৭৭ ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের চিরাচরিত প্রথা পরিত্যাগ করে ৫ বছর মেয়াদি ভূমি বন্দোবস্ত।

১৭৭৮: নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড (১৭৫১–১৮৩৯) প্রথম বাংলা ব্যাকরণ, গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রকাশ করেন।

১৭৮১: কর সংগ্রহে বার্ষিক বন্দোবস্তভিত্তিক জমিদারি ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন। কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন।

১৭৯৩: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা।

১৮১৫: আত্মীয় সভা গঠন– রামমোহনের সংস্কার আন্দোলন শুরু।

১৮১৭: হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা– রাজা রাধাকান্ত দেব ও অন্যান্যদের সহায়তায়। ডেভিড হেয়ারের প্রচেষ্টায় কলকাতা বুক সোসাইটি স্থাপন।

১৮১৮: সমাচার দর্পণ– প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের প্রকাশ।

১৮২৭–৩১: তিতুমিরের সংস্কার আন্দোলন।

১৮২৮: রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা।

১৮২৯: সতীদাহ বিরোধী আইন।

১৮৩১–৩২: কোল বিদ্রোহ।

১৮৩৪: কলকাতা চেম্বার্স অব কমার্স প্রতিষ্ঠা। ১৮৫৩ সালে নামকরণ করা হয় বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স।

১৮৩৫: কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপন।

১৮৩৯: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনীসভা প্রতিষ্ঠা।

১৮৪৯: বেথুন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় কলকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৫১: ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা। সচিব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অচিরেই পরিবর্তিত নাম হয় ব্রিটিশ–ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন।

১৮৫৫–৫৭: সাঁওতাল বিদ্রোহ।

১৮৫৬–২৬: জুলাই বিধবা বিবাহ আইন।

১৮৫৭: ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৮৫৮: কোম্পানি শাসনের অবলুপ্তি। ভারত সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্থ।

১৮৫৯–৬১: নীল বিদ্রোহ।

১৮৬০: ঢাকায় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশ।

১৮৬২: কলকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা।

১৮৬৬: ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা।

১৮৭২: ঢাকা পিপল্‌স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা। বঙ্গদর্শন প্রকাশ।

১৮৭৪: অসম বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন।

১৮৭৭: দিল্লি দরবার। রানি ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষণা।

১৮৭৮: সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা ও ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি।

১৮৮০: নববিধান।

(ক্রমশ)

শরীর নিয়ে নানা কথা

মুঠো মুঠো অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট কতটা ক্ষতি করছে?

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

বাঙ্গালিদের ভোজন রসিক হিসেবে পরিচিতি সর্বজনবিদিত। খাদ্য রসিক বাঙালি সাধারণত তিন বেলা খাবারে অভ্যস্ত। আবার অনেক ক্ষেত্রেই বেশি তেল মশলা সহকারে এই খাদ্য গ্রহণ না করলে পরিতৃপ্তি হবে কি! ফলস্বরূপ যা হবার তাই হয় অ্যাসিডিটি, বুক জ্বালা, ঢেকুর যেন বাঙালির চিরকালীন সাথী। আর একটু অসুবিধে হলো কি না হলো সাথে সাথে বাজারে বহুল প্রচলিত ওভার দা কাউন্টার প্যান্টেপ্রাজল, ওমেপ্রাজল ইত্যাদি প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর (পিপিআই) গোত্রের ট্যাবলেট গুলি টপাটপ খেয়ে নেওয়া প্রায় প্রতিটি পরিবারে একটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। অনেকে আবার নিজেই নিজের রোগ নির্ণয় করে আমি গ্যাস্ট্রিকে ভুগছি বলে ঘোষণা করে বছরের পর বছর ধরে এইসব পিপিআই ট্যাবলেট খেয়ে যাচ্ছেন আর নিজের অজান্তেই নিজের বিরাট ক্ষতি করে ফেলছেন। এই পিপিআই ট্যাবলেটগুলি আমাদের পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্ষরণ কমিয়ে দেয়। আমাদের খাদ্য হজম করার জন্য পাকস্থলীতে স্বাভাবিক পি এইচ ২ অর্থাৎ যথেষ্ট অম্ল থাকা জরুরী। পিপিআই খাওয়ার ফলে এই পাকস্থলীর হাইড্রোলিক অ্যাসিড ক্ষরণ কমে যাচ্ছে আর স্বাভাবিক পি এইচ বেড়ে যাচ্ছে। মনে রাখা দরকার যে আমাদের খাদ্যনালীর প্রথম এবং শক্তিশালী ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স হল পাকস্থলীর এই অ্যাসিড পি এইচ। অ্যাসিড

কম হওয়ার কারণে পি এইচ বেড়ে যাচ্ছে আর খাওয়ার সাথে ঢোকা ব্যাকটেরিয়া গুলি মারা পড়ছে না। তাছাড়া খাদ্য পরিপাকের ক্ষেত্রেও পাকস্থলীর স্বাভাবিক পিএইচ প্রয়োজন। তা বেড়ে যাওয়ার ফলে খাদ্য পরিপাক যথেষ্ট ব্যাহত হয় না। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খাবারকে ভেঙে দেয় আর হজমকারী বিভিন্ন এনজাইম গুলি খাওয়ারের প্রোটিন, ফ্যাট ইত্যাদিকে বিভক্ত করে পুষ্টি সংগ্রহে সাহায্য করে। অ্যাসিডের মাত্রা কমে গেলে বিভিন্ন মিনারেলের শোষণও কমে যায়। এর ফলে রক্তাল্পতা, হাড়ে ক্ষয় ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। দীর্ঘদিন পিপিআই গ্রহণে পাকস্থলীতে ক্যান্সারও হতে পারে। তাই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অপ্রয়োজনে এই ধরনের ওষুধ বেশি গ্রহণ করলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যদি সত্যিই দীর্ঘদিন ধরে বুক জ্বালা, অতিরিক্ত ঢেকুর ওঠা, পেট ব্যথা, পেট জ্বালা, পেটে অতিরিক্ত গ্যাস বা বদহজম ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয় তবে ডাক্তারের পরামর্শে নির্দিষ্ট সময় ধরে এই ওষুধ খেতে হয়। দরকার হলে ডাক্তার এন্ডোস্কোপির সাহায্যে দেখে নিতে পারেন যে পেপটিক আলসার, গ্যাসট্রাইটিস ইত্যাদি আছে কিনা। জীবনযাত্রা পরিবর্তন অর্থাৎ সঠিক সময় খাওয়া এবং যথেষ্ট পরিমাণে ঘুমানো, বাইরের খাওয়ার যথাসম্ভব পরিত্যাগ করা, তেল মশলা, ধূমপান, মদ্যপান ইত্যাদি এড়িয়ে চলা এগুলিই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সাহায্য করবে। অযথা মুঠো মুঠো ট্যাবলেট বরং বিপদই ডেকে আনবে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থায় ৪,৯৮৭ সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট –/এক্সিকিউটিভ পদে ৪,৯৮৭ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য– **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। ইন্টেলিজেন্সের কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। যে সেন্টারের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন, সেখানের স্থানীয় ভাষায় জ্ঞান থাকতে হবে।

বয়স: বয়স হতে হবে ১৭–৮–২০২৫'র হিসাবে ২৭ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে ২১,৭০০–৬৯,১০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৪,৯৮৭ টি। ***কলকাতা*** (স্থানীয় ভাষা – বাংলা, সিলেটি, নেপালি, ভুটানি, উর্দু, সান্তাড়, রোহিঙ্গা) ২৮০টি (জেনাঃ ১৩০, ও.বি.সি. ৮৫, তঃউঃজাঃ ৩৭, ই.ডবু.এস. ২৮)। ***পাটনা*** (স্থানীয় ভাষা হিন্দি) ১৬৪টি (জেনাঃ ৭৭, ও.বি.সি. ৪৪, তঃজাঃ ২৬, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডবু.এস. ১৬)। ***রাঁচি*** (স্থানীয় ভাষা বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, সান্তাড়, হো, মুন্ডারি, ওরাও, কুরুক, খড়িয়া, কুড়মালি) ৩৩টি (জেনাঃ ১৬, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ৩)। ***শিলং*** (স্থানীয় ভাষা গাড়ো, হাজং) ৩৩টি (জেনাঃ ১৯, ও.বি.সি. ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডবু.এস. ৩)। ***আগরতলা*** (স্থানীয় ভাষা বাংলা, কাউক্র, কোকবরক, চাকমা, হালাম) ৬৭টি (জেনাঃ ২৯, তঃজাঃ ১১, তঃউঃজাঃ ২০, ই.ডবু.এস. ৭)। ***ভুবনেশ্বর*** (স্থানীয় ভাষা ওড়িয়া) ৭৬টি (জেনাঃ ৩৪, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ১৮, ই.ডব্লু.এস. ৮)। ***গ্যাংটক*** (স্থানীয় ভাষা নেপালি, ভুটিয়া, লেপচা) ৩৩টি (জেনাঃ ১৬, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ৩)। ***গুয়াহাটি*** (স্থানীয় ভাষা বাংলা, সিলেটি, অসমিয়া, বোরো, দিমাসা, কুকি, নেপালী, গাড়ো, সান্তাড়, রাজবংশী, মণিপুরি, খাসি) ১২৪টি (জেনাঃ ৬৩, ও.বি.সি. ২৯, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ১৩, ই.ডবু.এস. ১২)। ***শিলিগুড়ি*** (স্থানীয় ভাষা বাংলা, সান্তাড়, নেপালি, রাজবংশী) ৩৯টি (জেনাঃ ১৮, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ৪)। ***আহমেদাবাদ*** ৩০৭টি, আইজল ৫৩টি, আজমেঢ় ৭৪টি, বেঙ্গালুরু ২০৪টি, ভোপাল ৮৭টি, চণ্ডীগড় ৮৬টি, চেন্নাই ২৮৫টি, দেহরাদুন ৩৭টি, দিল্লি ১,১২৪টি, হায়দরাবাদ ১১৭টি, ইম্ফল ৩১টি, ইটানগর ১৮০টি, জয়পুর ১৩০টি, জম্মু ৭৫টি, কালিম্পঙ ১৪টি, কোহিমা ৫৬টি, লে ৩৭টি, লখনউ ২২৯টি, মেরট ৪১টি, মুম্বই ২৬৬টি, নাগপুর ৩২টি, পানাজি ৪২টি, রায়পুর ২৮টি, সিমলা ৪০টি, শ্রীনগর ৫৮টি, ত্রিবান্দ্রম ৩৩৪টি, বারাণসী ৪৮টি, বিজয়ওয়াড়া ১১৫টি।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। ৩টি টায়ারে পরীক্ষা হবে। টায়ার–১ –এ ১০০ নম্বরের ১ ঘণ্টার পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের এইসব বিষয়ে (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস –২০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড ২০টি প্রশ্ন, (৩) নিউমেরিক্যাল/ অ্যানালিটিক্যাল/ লজিক্যাল এবিলিটি অ্যান্ড রিজনিং–২০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ–২০টি প্রশ্ন, (৫) জেনারেল স্টাডিজ– ২০টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে।

টায়ার–।"এ ১০০ নম্বরের মধ্যে জেনারেল কাস্টের প্রার্থীরা ৩০ নম্বর, ও.বি.সি.রা ২৮ নম্বর, তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিরা ২৫ নম্বর, ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীরা ৩০ নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। মোট শূন্যপদের ১০ গুণ প্রার্থীকে টায়ার–২ পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

টায়ার–২–এ ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের পার্টে ৫০ নম্বরের ১ ঘণ্টার পরীক্ষায় ৫০০ শব্দের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভাষা (স্থানীয় ভাষা) থেকে ইংরিজিতে অনুবাদ করতে হবে।

টায়ার–১ ও টায়ার–২ তে পাওয়া নম্বর দেখে মোট শূন্যপদের ৫ গুণ প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে।

টায়ার–৩–তে থাকবে ৫০ নম্বরের ইন্টারভিউ/পার্সোন্যালিটি টেস্ট।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৬ জুলাই থেকে ১৭ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.mha.gov.in, www.ncs.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ ও রিক্রুটমেন্ট প্রসেসিং চার্জ বাবদ ৫৫০ অর্থাৎ, মোট ৬৫০ (তপশিলী, মহিলা ও প্রাঃসঃকঃ হলে ৫৫০) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিং কিবো এস.বি.আই, চালানে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটেই পাবেন।

বিকল্প কর্মসংস্থানে পেয়ারা চাষ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে পেয়ারা। পেয়ারা পশ্চিমবঙ্গের তথা সমগ্র ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। পশ্চিমবঙ্গের বারুইপুরের পেয়ারা বিশ্ববিখ্যাত এবং সারা বছরই মেলে এই ফল। এর ফলে আর্থিকভাবে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে বারুইপুরের পেয়ারা চাষিরা। বিঘা প্রতি ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ের সুযোগ রয়েছে এই চাষে। এটি উচ্চ তাপমাত্রা এবং খরা সহ্য করতে পারে, তাই শীতকালের পাশাপাশি গরমকালেও চাষ করা হয়। তবে এর জন্য গাছের গোড়া শক্ত এবং বৃদ্ধির জন্য বৃষ্টিপাতেরও প্রয়োজন আছে। তবে ফল ধরার সময় বৃষ্টি হলে ফলের উৎপাদন এবং গুণমান ব্যাহত হয়। পেয়ারা ভারী কাদা মাটি ছাড়া সব ধরনের মাটিতে চাষ করা যায়। এটা হালকা বেলে দোঁয়াশ থেকে কাদা দোঁয়াশ মাটিতে চাষ ভাল হয়। বিভিন্ন প্রকারের কলম করে ভাল জাতের গাছের বংশবিস্তার করা হয়ে থাকে। যেমন গুটি কলম, জোড় কলম, চোখ কলম ইত্যাদি। এর মধ্যে গুটি কলম পদ্ধতিটি সহজ। সাধারণত ১ বছরের চারা রোপণের পরে গাছে ফল আসতে শুরু করে। তবে সেটা জাত অনুযায়ী। পেয়ারা সারা বছর তোলা হয়। কিন্তু ফল তোলার সঠিক সময় হল বর্ষা (জুলাই–আগস্ট), শীত (নভেম্বর–ডিসেম্বর) এবং বসন্ত (এপ্রিল–মার্চ)। ফলের রঙ সবুজ থেকে হালকা হলুদ। ফল তোলার উপযুক্ত সময় সাধারণত ফুল আসার ৪–৫ মাস পর হয়। বীজ থেকে তৈরি গাছে ফল আসতে সময় লাগে ৪ থেকে ৫ বছর। অন্যদিকে, কলম করা গাছে দু–তিন বছরের মধ্যেই ফল পাওয়া যায়। ফল পাকার ঠিক দু একদিন আগেই ফল গাছে থেকে পেড়ে নিতে হবে। একটি ৩–৪ বছর গাছের গড় ফলন ২৫–৩০ কেজি হবে। প্রতি কেজি পেয়ারা পাইকারি বাজারে ২০–২৫ টাকা দরে বিক্রি হলে গাছপিছু আয় হবে ৫০০–৬০০ টাকা। প্রতি বিঘাতে আয় হবে ২৫,০০০–৩০,০০০ টাকা।

শব্দবার্তা ৩৫৪

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। হিমালয় ৩। আড়ম্বর, ঘটা ৫। আত্মীয়স্বজন ৬। আজ–কাল ধার ৮। কুটির ১০। অবকাশের অভাব ১২। কেশ, চুল ১৩। অতি দৌরাত্মাকরী

উপর–নীচ

১। একটু কম ২। সংগ্রাম, যুদ্ধ ৩। গাংচিল ৪। বান, তির ৭। দ্বারে দ্বারে ৯। সমুদ্র ১০। অনিচ্ছা বা বিরাগ ১১। লজ্জা

সমাধান : ৩৫৩

পাশাপাশি : ১। অবহার ৪। সাতবাহন ৫। কলরোল ৭। দহরম ৯। জনমানব ১০। লঘুপাক

উপর–নীচ : ১। অস্থানিক ২। রসাতল ৩। অহংকার ৬। লজ্জাজনক ৭। দলবল ৮। মকমক

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

০২ আগস্ট – ০৮ আগস্ট, ২০২৫

মেষ রাশি : এই সপ্তাহে মেষ রাশির জাতকরা সাফল্য, আনন্দ ও মান–সম্মান অর্জন করবেন। সপ্তাহের শুরুতে বাবার সঙ্গে সামান্য মতভেদ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীরা সক্রিয় হতে পারে, তাই সতর্ক থাকা জরুরি। নতুন ব্যবসা বা প্রকল্পে বিনিয়োগের আগে ভেবে নিন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতায় আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হতে পারে। মহিলারা চাকরি বা ব্যবসায় ভালো ফল করবেন। প্রেম এবং দাম্পত্য জীবন সুখের হবে।

বৃষ রাশি : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়তে পারে এবং নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখা জরুরি। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ছোট বা খুচরো ব্যবসায় ভালো মুনাফা হতে পারে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে লাভ অর্জনের সম্ভাবনা আছে। প্রেমিক–প্রেমিকারা একে অপরের সাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করবেন। সপ্তাহের শেষে ছোট ভ্রমণে যেতে পারেন, যা লাভজনক হবে।

মিথুন রাশি : মিথুন রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে আর্থিক ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি, অন্যথায় সমস্যা বাড়তে পারে। সন্তান সংক্রান্ত চিন্তা এবং বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দাম্পত্য জীবন সুখে কাটবে।

কর্কট রাশি : এই সপ্তাহে কর্কট রাশির জন্য গজকেশরী যোগের প্রভাবে চতুর্দিক থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময় বিনিয়োগের জন্য খুবই ভালো। ভাগ্য আপনার সহায় হবে। আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে এবং নতুন সুযোগ আসতে পারে। পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ থাকবে। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। সঙ্গীর সাথে সময় কাটান

সিংহ রাশি : সিংহ রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে কঠোর পরিশ্রমের ফল মিলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। কর্মসূত্রে বিদেশ যেতে হতে পারে। অহংকার থেকে দূরে থাকুন। পারিবারিক জীবনে ছোটখাটো মতবিরোধ হতে পারে, ধৈর্য ধরুন। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি ভালো। নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

কন্যা রাশি : কন্যা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলদায়ী হবে। কিছু ক্ষেত্রে সফলতা এলেও, অপ্রত্যাশিত বাধা আসতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। নতুন কোনো কাজ শুরু করার আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন। প্রেম জীবনে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। তবে সচেতন থাকতে হবে। বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে।

তুলা রাশি : তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহে লাভ ও সৌভাগ্য আসতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে এবং সমাজে আপনার সম্মান বাড়বে। নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। পারিবারিক জীবনে শান্তি বজায় থাকবে। জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করবেন। সপ্তাহের শেষে ছোট ভ্রমণে যেতে পারেন, যা লাভজনক হবে।

বৃশ্চিক রাশি : বৃশ্চিক রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে সাবধান থাকতে হবে, বিশেষ করে আর্থিক লেনদেনে। ধার দেওয়া বা নেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। পারিবারিক জীবনে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে শান্ত থাকুন ও ধৈর্য ধরুন। ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে তা আপাতত স্থগিত রাখাই ভালো। কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা প্রমাণিত হবে। দাম্পত্য জীবনে অশান্তি হতে পারে তবে উভয়ের আলোচনার দ্বারা তা ঠিক করা যেতে পারে।

ধনু রাশি : ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি বিশেষভাবে শুভ হতে পারে, কারণ গজকেশরী যোগের প্রভাবে তারা কাঙ্ক্ষিত লাভ এবং সৌভাগ্য পেতে পারেন। নতুন সুযোগ আসবে এবং কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগের জন্য এই সপ্তাহটি লাভজনক হতে পারে। প্রেম জীবনে রোমান্স বাড়বে। পারিবারিক জীবনে আনন্দ বজায় থাকবে। সপ্তাহের শেষে ছোট ভ্রমণে যেতে পারেন, যা লাভজনক হবে।

মকর রাশি : মকর রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে আত্মবিশ্বাস বজায় রাখতে হবে। বিনিয়োগ করার আগে ভ্চিন্তা ভাবনা করুন। কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়তে পারে, তবে ধৈর্য ধরে কাজ করলে সফলতা আসবে, পদন্নোতির সম্ভাবনা আছে। অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক থেকে দূরে থাকুন। আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নতুন সুযোগ আসতে পারে।

কুম্ভ রাশি : কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি গঠনমূলক এবং নতুন সুযোগের হবে। সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসবে। নতুন কোনো প্রকল্পে হাত দিতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো সময়। পারিবারিক সম্পর্কগুলো আরও মজবুত হবে। আর্থিক দিক থেকে ভালো সুযোগ আসতে পারে।

মীন রাশি : মীন রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে আবেগপ্রবণ না হয়ে বাস্তববাদী হতে হবে। পরিবারে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। আর্থিক দিক থেকে কিছুটা চাপ থাকলেও, তা সামলে নিতে পারবেন। বিনিয়োগ ভেবে চিন্তে করা উচিত। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। পারিবারিক জীবনে আনন্দ বজায় থাকবে। সপ্তাহের শেষে ছোট ভ্রমণে যেতে পারেন, যা লাভজনক হবে।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুরের সামালিতে আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনার জন্য মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্‌ সংঘ
যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

জানা–অজানা সফরে
৪ এর পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

অবরুদ্ধ ঈশ্বর
৩ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ১৬ শ্রাবণ – ২২ শ্রাবণ, ১৪৩২ ঃ ০২ আগষ্ট – ০৮ আগষ্ট, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 40, 02 August - 08 August, 2025

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : গত বছর কর্মশ্রী প্রকল্পে ৭ কোটি কাজের সুযোগ

তৈরি হলেও এবছর একই সময়ে তা তিন কোটি কেন? জেলাশাসকদের কাছে জানতে চাইলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব। সামনে ভোট। এই সংখ্যা বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।

রবিবার : বাংলাদেশী অবৈধ ভাবে ভারতে থাকলে ফিরিয়ে নেওয়া

হবে। কিন্তু কোনো রোহিঙ্গাকে গ্রহণ করা হবে না বলে সাংবাদিকদের জানালেন, বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম।

সোমবার : এদেশে ম্যালেরিয়া হলেই ১৪টি ওষুধের কোর্স। বিদেশে

১ বার খেলেই নির্মূল ম্যালেরিয়া। কিন্তু ভারতে এতদিন সেই ওষুধের ছাড়পত্র দেয়নি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আইসিএমআর। এবার কলকাতা মেডিকেল কলেজ সহ দেশের চারটি মেডিকেল কলেজে ব্যবহার শুরু হল এই ওষুধের।

মঙ্গলবার : অপারেশন সিঁদুর বিতর্ক শুরু হয়েছে সংসদে। ঠিক

সেই মুহূর্তে অপারেশন মহাদেবে ভারতীয় সেনা কাশ্মীরেই খতম করল পাহেলগাঁও হামলায় যুক্ত তিন জঙ্গিকে। এরা চার মাস লুকিয়ে ছিল কাশ্মীরে গোপন ডেরায়। সেই ডেরায় হামলা করল সেনা।

বুধবার : সুপ্রীম কোর্ট জানিয়ে দিল বিহারে ভোটার তালিকার

চলতি স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনে গণহারে ভোটার বাদ পড়লে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবে আদালত। তবে তালিকা পরিমার্জনে স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রীম কোর্ট। ফের শুনানী হবে আগামী ১২ ও ১৩ আগস্ট।

বৃহস্পতিবার: ৮. ৮ রিখটার স্কেলের ভুকম্প কাঁপিয়ে দিল

রাশিয়ার কামচটকা উপদ্বীপের মাটি। তার জেরে ভয়ঙ্কর সুনামির সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে জাপান, আমেরিকা, চিন, পেরু ও ইকুয়াডরে। সুনামির সতর্কতা জারি হয়েছে। সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে উপকূলবর্তী বাসিন্দাদের।

শুক্রবার: ১৭ বছর বাদে মহারাষ্ট্রের নাসিকের কাছে মালেগাঁও

বিস্ফোরণের মামলায় বেকসুর খালাস পেলেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুর সহ সাত অভিযুক্ত। অর্থাৎ কোনো দোষ না থাকলেও ১৭ বছর ধরে অত্যাচার ও অপমান সহ্য করতে হল এঁদের। বলিহারি আমাদের বিচার ব্যবস্থা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

পরিচয় সংকটে বাঙালি!

ওঙ্কার মিত্র

যে বাঙালি পলাশির প্রান্তরে লড়ে গেল, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণ দিল, যে বাঙালি মানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায় স্থান করেও নিজের দেশবাসীর কাছে ফিরতে পারল না, যে বাঙালি স্বাধীন দেশের কারাগারে চক্রান্তের শিকার হল সেই বাঙালির নাকি আজ পরিচয় সঙ্কট! আবার এই আশঙ্কায় কারা গলা ফাটাচ্ছে? যারা ধর্মের নামে বাঙালিকে ভাগ করেছে, ছিন্নমূল করেছে, যারা ঘৃণ্য রাজনীতির বীজ ঢুকিয়ে বাংলার শিক্ষার দফারফা করেছে, পিছিয়ে দিয়েছে, যারা বাংলা ভাষাকে প্রতিদিন গলা টিপে মারছে, যারা বাঙালির গায়ে দুর্নীতিগ্রস্থ ছাপ মেরে দিয়েছে, বাঙালির মেধা নিয়ে জচ্চুরি করেছে, বাঙালির উত্তরণে কাঁকড়ার ভূমিকা পালন করেছে, বাঙালিকে জাতীয় রাজনীতির বৃত্ত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বর্তমান ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ভোট রাজনীতিতে এ এক বিভ্রান্তিকর অবস্থা। তবুও নিশ্চই বুদ্ধিমান শিক্ষিত বাঙালি এই ডামাডোলের বাজারে বিভ্রান্ত হবেন না কারণ, তারা জানেন যে বাঙালিকে কোনোদিনই ছোট্ট প্রাদেশিক এমনকি দেশীয় গন্ডিতে বেঁধে রাখা যায়নি। এই বাঙালিই ভারতকে জাতীয় মন্ত্র বন্দেমাতরমে দীক্ষিত করেছে, জাতীয় সঙ্গীত উপহার দিয়েছে, সংগ্রাম ধ্বনি জয় হিন্দ শিখিয়েছে। এই বাঙালিই বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনী গড়ে ব্রিটিশের হৃদকম্পন বাড়িয়েছে, প্রথম নোবেল, অস্কার জয় করে এনেছে, বিদেশের মাটিতে ভারতের ধর্মকে গৌরবের সঙ্গে বিশ্ববাসীর

মনে প্রতিষ্ঠা করেছে। চিনিয়েছে ইথার তরঙ্গ, উদ্ভিদের প্রাণ, বস্তুর কণা। এই তালিকা বিপুল বিশাল, শেষ হবার নয়। আজও সারা দেশ, সারা বিশ্বের জল–স্থল–অন্তরীক্ষে বাঙালির মেধা মানবজাতির কল্যানে নিয়োজিত। সত্যি কথা বলতে কি প্রকৃত বাঙালির কাছে পরিযায়ী শব্দটার কোনো মানে নেই, ভারত সবার। যে কোনও প্রান্তে যে কোনও রাজ্যের ভারতবাসীর যাওয়ার, কাজ করার, অধিকার আছে কয়েকজন চাকরি চোর, গরু চোর, বালি চোর, ক্রিমিনাল বাঙালির পরিচয় নয়। বাঙালির পরিসর অনেক অনেক বড়। কিছু ক্ষমতা লোভী অকর্মণ্য বাঙালি রাজনীতির চাঁদিতে বিকিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বেশিরভাগ বাঙালির শিরদাঁড়া আজও সোজা আছে।

নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাস বলে, পাল রাজত্বের চারশো বছর এক স্মরণীয় যুগ। এই যুগেই হয়েছে আজকের বাংলা দেশ ও বাঙালি জাতির গোড়াপত্তন। আর্যপূর্ব ও আর্য সংস্কৃতিকে মিলিয়ে বাঙালির যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, এই যুগেই তার ভিত তৈরী হয়ে যায়। সে ৭৫০ থেকে ১১৬০ খ্রিস্টাব্দের কথা। তার পর থেকে অনেক লাট খেয়েছে বাঙালি। আজকের বাংলায় আমরা যে বাঙালিকে দেখছি সে ব্রিটিশের কৌশলে মার খাওয়া হতভাগ্য বাঙালি। অন্য সব ক্ষেত্রে বাঙালি সবার আগে থাকলেও কলকাতা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর জাতীয় রাজনীতি থেকে বাঙালিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। স্বাধীনতার পরে আজও সেখানে ব্রাত্য। জাতীয় রাজনীতিতে যখনই বাঙালি পা রাখতে চেষ্টা করেছে তাকে টেনে নামিয়েছে তার দলই।

বাঙালির অনেক গুন। দোষ একটাই, বড় শাসক বান্ধব। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বৃহৎ বঙ্গ গ্রন্থে বলেছেন বাঙলার সেই রাজভক্তির কথা। লিখেছেন, 'বাঙালিরা যুদ্ধকালে দুর্দান্ত হইলেও প্রভুভক্তিতেও তাহারা অসামান্য। বাঙলার রাজরাজড়াগণই বিদ্রোহী হইয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণের প্রভুভক্তির তুলনা নাই। শ্রীহট্টে নবাব হরেকৃষ্ণ ষড়যন্ত্রকারীর হাতে নিহত হইলে সেই শোকে (১৭০৯–১১ খ্রী:) তাঁহার প্রভুভক্ত সেনাপতি রাধানাথ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।'

এরপর সাতের পাতায়

বাংলাতেও স্পেশাল রিভিসন, তৎপর কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গে আগামী এপ্রিল–মে মাসে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। তাতে তো মূল প্রতিপক্ষ তৃণমূল বনাম বিজেপি থাকছেই। কংগ্রেস সিপিএম আইএসএফ কোথায় কাদের সঙ্গে জোট করবে সেটা অন্য বিষয়। তবে নির্বাচনের আগেই আরেক

লড়াই শুরু হয়ে গেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল বনাম কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই বিহারে নির্বাচনের আগে 'এসআইআর' অর্থাৎ স্পেশাল ইনটেনশিভ রিভিশন চালু করে প্রায় ৬০ লক্ষ ভুয়ো ভোটার বাদ দিয়ে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে বিরোধীরা হাজার চেষ্টা করেও কোন কিছু করতে পারেনি। শুধুমাত্র ভোটার কার্ড আধার কার্ড বা রেশন কার্ড দেখেই যে ভোট দেওয়া যাবে সেই তথ্য নির্বাচন কমিশন এবার মানতে নারাজ। অন্যদিকে, রাজ্যের শাসকদলের তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই ডিএম এবং অন্যান্য আধিকারিকদের সতর্ক করে বলেছেন, 'দেখবেন ভোটার লিস্ট থেকে কারো যেন নাম বাদ না যায়।' কার্যত এক প্রকার হুমকি দিয়েই তিনি বলেছেন নির্বাচন যখন হবে তখন নির্বাচন কমিশন নোটিফিকেশন জারি করলে তখন কমিশনের আন্ডারে সবাই থাকবে কিন্তু এখন স্টেট গভমেন্টের আন্ডারে আপনারা আছেন এবং নির্বাচনের পরেও থাকবেন তাই এ কথাটা মাথায় রাখবেন কারো নাম যেন ভোটার লিস্ট থেকে বাদ না যায়। এমনকি রাজ্য থেকে এক হাজার জনকে বিশেষ ট্রেনিং এ পাঠানো হয়েছিল দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে সে কথাও নাকি মুখ্যমন্ত্রী জানতেন না।

এরপর সাতের পাতায়

শাশুড়িকে মা সাজিয়ে জাল নথি তৈরি, পান্ডা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৬–এর ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর ভুয়ো ভোটার ধরতে সরব হয়েছে শাসক দল। উত্তর ২৪ পরগণা মহকুমা বনগাঁর একাধিক এলাকায় ভোটার তালিকায় মিলেছে ভুতুড়ে ভোটারের সন্ধান। যার মধ্যে অভিযোগে এসেছে বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে ভারতে ভোটার তালিকায় নাম। এবার বাংলাদেশি জামাই ভারতে বিয়ে করে শাশুড়িকে মা পরিচয় দিয়ে ভারতের নাগরিক হয়েছে। জানা গিয়েছে, তার নাম রিজাউল মণ্ডল। শাশুড়ির নাম চেয়ার বানু মণ্ডল। বাগদা ব্লকের আশারু গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগি এলাকার বাসিন্দা বিয়ে করে স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে থাকতো রেজাউল। তার বাড়ি বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলায়। অভিযোগ, শাশুড়িকে মা বানিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছে বাংলাদেশি এই যুবক। সম্প্রতি রিজাউলের ছেলে ফিরোজ একটি মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায়। সেই তদন্ত নেমে পুলিশ জানতে পারে রিজাউল ও তার ছেলে ফিরোজ বাংলাদেশি।

এরপর সাতের পাতায়

১৭ বছর ধরে কোন অডিট হয়নি মেটিয়াবুরুজের সরকারি লাইব্রেরীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মেটিয়াবুরুজ বিধানসভায় অবস্থিত সরকার অনুমোদিত বটতলা মোসলেম লাইব্রেরীতে দীর্ঘ ১৭ বছর কোন অডিট হয়নি। প্রসঙ্গত, লাইব্রেরীর নাম নিয়ে একটা ধাঁধাও আছে, বাংলায় লেখা 'বটতলা' পাশের ইংরেজি হরফে লেখা 'বড়তলা'। সকরারি ভাবে কোনটা ঠিক সে ব্যাপ্যারে স্পষ্ট কোনও ব্যাখা মেলেনি। যাইহোক, দীর্ঘ দিন অডিট না হওয়ার কারনে এই গ্রন্থাগারের সরকারি বিভিন্ন অনুদান পেতে অসুবিধা হচ্ছে। এই গ্রন্থাগারের যিনি লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্বে আছেন তিনি হলেন শান্তা বিশ্বাস, তার অবশ্য

অডিট না হওয়ার পেছনে কোন দায় নেই। তিনি গত মার্চ মাসে সবে এই গ্রন্থাগারের অতিরিক্ত দায়িত্বে এসেছেন। গত অক্টোবর মাসে তিনি লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্বে আসেন প্রথম নুঙ্গির দ্বারিকনাথ গ্রন্থাগারে। বটতলা মোসলেম লাইব্রেরীর পূর্বতন লাইব্রেরিয়ান ছিলেন গৌতম পাল। তিনি ২০১৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তার আমল থেকেই বটতলা মোসলেম লাইব্রেরীতে কোন অডিট হয়নি। বর্তমান লাইব্রেরিয়ান শান্তা বিশ্বাস এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, বিষয়টি আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।

এরপর সাতের পাতায়

অর্থ তছরূপের অভিযোগ মোহনানন্দ হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার জেমস লঙ সরণির ১৪ নং ক্রসিংয়ের উপর অবস্থিত মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী শিশু সেবা প্রতিষ্ঠানের কমিটি মিটিংয়ে ৩১ জুলাই সন্ধ্যায় গোলমাল তুঙ্গে ওঠে। কমিটির সভাপতি মিলন মোহন মিত্র, সদস্য শম্ভুনাথ চ্যাটার্জী, প্রদীপ চক্রবর্তী, জয়ন্ত ভদ্র, অশোক চক্রবর্তীরা একযোগে অভিযোগ করেন, সম্পাদক ডাঃ সুনীল নাগের ছেলে ডাঃ সুরঞ্জন নাগ ও কোষাধ্যক্ষ চন্দন দাস কমিটির কাছে হিসাব পেশ করতে পারছেন না। এদের বিরুদ্ধে প্রায় কোটি টাকার তছরূপের অভিযোগ আনেন সদস্যরা। এই হাসপাতালের আরএমও ডাক্তার বুদ্ধদেব চোঙদার অভিযোগ করেন, নানা অরাজকতার কারণে ২ বছর ধরে এখানে কোনো

রোগী ভর্তি হয় না। তিনিও ৭ মাস বেতন পাচ্ছেন না, অন্য জায়গায় কাজ করছেন। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই সুরঞ্জন নাগ ও চন্দন দাস সভার মাঝখানে চলে যান এবং সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন।

১৯৮৮ সালে মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর ভক্তদের দানে এই শিশু হাসপাতাল গড়ে ওঠে। ২০২৩ সালে হাসপাতালের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় ডাঃ সুনীল নাগের উপর। তাঁকে সকলে শ্রদ্ধা করলেও অভিযোগ, তাঁর ছেলে চন্দনবাবুর সঙ্গে মিলে দু বছরে হাসপাতালটিকে মৃতপ্রায় করে দিয়েছেন। সম্ভবত, এই শিশু হাসপাতালটির ভাগ্য আইনের আশ্রয়ে যেতে চলেছে।

ছবি : অরুণ লোধ

গঙ্গাসাগর সেতু সাড়া না মেলায় বাতিল টেন্ডার

সৌরভ নস্কর

সাগরদ্বীপবাসীর স্বপ্ন গঙ্গাসাগর সেতু, ২৯ তারিখ সোশ্যাল মিডিয়ায় টেন্ডার বাতিল শুনে ঘোরতর সংশয় তৈরি হয়েছিল সাগরদ্বীপবাসীর মনে, আবারো নতুন করে ডাকা হল টেন্ডার সাগরদ্বীপবাসীর স্বপ্নপূরণ হচ্ছে বলে জানালেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। পর্যাপ্ত অংশগ্রহণকারী না থাকায় বাতিল করা হয়েছে মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর গঙ্গাসাগর সেতু তৈরির টেন্ডার। গত ২৯ তারিখ এই টেন্ডার বাতিলের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। গতকাল অর্থাৎ ৩০ তারিখ আবার নতুন টেন্ডার প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম টেন্ডার বাতিল হওয়ায় গঙ্গাসাগর সেতুর কাজ কবে শুরু হবে বা আদৌ কোন সংস্থা এই কাজ করতে এগিয়ে আসবে কি না তা নিয়ে ঘোরতর সংশয় তৈরি হয়েছে সাগরদ্বীপবাসীর মনে। প্রস্তাবিত এই সেতুর প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে দেড় হাজার কোটি টাকা। ৫ বছরের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে হবে। কাকদ্বীপের লট নং ৮ ও সাগরের কচুবেড়িয়ার মধ্যে সংযোগকারী এই সেতুর দীর্ঘ হবে প্রায় সাড়ে ৩ কিমি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা ও পরে গতবছর রাজ্য বাজেটে এই সেতুর জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। নিয়ম মেনে গতবছর ২৭ নভেম্বর টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

এরপর সাতের পাতায়

পাঁচশো বছর আগেও ঝোরা ছিল গরবিনী নদী

একসময় নদিয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ইছামতী, যমুনা, বিদ্যাধরী, লাবণ্যময়ী প্রভৃতি নদী তাদের শাখা–প্রশাখা নিয়ে যেমন বহমান ছিল, তেমনই আঞ্চলিক অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে তাদের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের এখন অবস্থা কেমন? ধারাবাহিক প্রতিবেদনে সে কথাই জানাচ্ছেন

কল্যাণ রায়চৌধুরী

ঝোরা নদীর উৎসমুখ গোবরডাঙার কাছে যমুনা নদী। প্রায় ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গুমার কাছে পদ্মা নদীতে মিশেছে। এরই অপর শাখাটি গাইঘাটার সন্নিকটে চণ্ডীগড়ের কাছে যমুনা নদী। আসলে কে কারে দেখে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নদীগুলি খুঁজে পাওয়াই তো মুশকিল। যমুনা, পদ্মা, ঝোরা, চালুন্দিয়া ইত্যাদি সব নদী গুলিই তো আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। শুধু তার রেখা পথগুলিতে চিহ্নটুকু বহন করছে কোনরকমে। অথচ একসময় এরই দুপাশে গড়ে উঠেছিল শহর–বন্দর, ব্যবসা–বানিজ্য ইত্যাদি। রাজা যায়, রাজা আসে। নদীর খোঁজ কেবা রাখে।

ইতিহাসের গুরুত্ব হারিয়ে তাই ঝোরা নদী আজ মানুষের মুখে ঝোরা খাল নামে পরিচিত। যমুনা নদীর শাখা নদী ঝোরা। বালিয়ানি বা বেলেনির নীচে প্রবাহিত যমুনা নদী থেকে পশ্চিম মুখী শাখাটির নামই ঝোরা। গতিপথ বার বার পরিবর্তন করতে করতে ঝোরা হাবড়া থানার

বেড়গুমের পূর্বদিকে এগিয়ে আবার দক্ষিনমুখী হয়ে কৃষ্ণনগর গ্রাম দিয়ে অশোক নগর ও মানিকনগরের মধ্যে দিয়ে গুমার কাছে পদ্মায় মিশেছে।

এই নদী সম্পর্কে আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক ও সাহিত্যিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গোবরডাঙা থেকে প্রকাশিত এতদঞ্চলের 'কুশদহ' পত্রিকায় ১৩১৮ সালের আশ্বিন সংখ্যায় এই নদীর এক সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী উল্লেখ রয়েছে। হাবড়া থেকে যশোর রোড ধরে উত্তরে দুই কিলোমিটার গেলে সামনেই পড়বে চোংদার মোড়। এরপর থেকে উত্তর দিকের জমিগুলি অপেক্ষঅকৃত নীচু। এই চোংদার মোড় থেকেই ডানদিকে বেঁকে গিয়েছে গোবরডাঙা পাকা সড়ক। উত্তর বরাবর বেড়গুম ছাড়িয়ে নকপুলের আধা কিলোমিটার আগে রাস্তাটি বেশ লক্ষণীয়ভাবে এক জায়গায় ঢালু হয়ে রয়েছে। আর এখানেই আছে কৃষ্ণনগর ব্রিজ। যার নীচে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে একটি শীর্ণ খাল। স্থানীয় আদিবাসী পাড়ায় জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে, খালটির নাম ঝোরা। এই ঝোরা খালই ৫০০ বছর আগের গরবিনী নদী। এই নদীটি এক সময় কত প্রশস্ত ছিল, তা বোঝা যাবে এর দুপাশের বিস্তৃত ঢাল দেখে।'

এরপর সাতের পাতায়

গ্রাম বাংলার খাল বিলের দেশি মাছ কেন আজ বিলুপ্তির পথে

কুনাল মালিক

আজ থেকে ২৫–৩০ বছর আগে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন খাল–বিলে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন দেশি মাছ পাওয়া যেত। যেমন দেশি পুঁটি বা শরম পুঁটি, বেলে, চেলা, বোগো, ন্যাদোশ বা নয়না মাছ, পাঁকাল, গুঁতে, খোলসে, বান, দেশি ট্যাংরা, বোয়াল, চ্যাং, চাঁদা, ডেনে মাছ ইত্যাদি। বর্তমানে ওই সমস্ত মাছের মধ্যে ৯৯% মাছই বিলুপ্তির পথে চলে গেছে।

আগে আমরা দেখতাম অনেকেই গ্রাম বাংলার মানুষরা দুপুরে ছিপ নিয়ে খাল বিলে প্রচুর পুঁটি মাছ, দেশি ট্যাংরা মাছ ধরতেন। বিশেষ করে গ্রাম বাংলার পুকুরে বোয়াল মাছ এবং পাঁকাল মাছ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন গ্রামে ভোরের দিকে পাড়ার মানুষজন চিংড়িকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে পুকুরে তা নাচিয়ে ন্যাদোস বা নয়না মাছ ধরত। যার স্বাদ এখনো অনেকে ভুলতে পারেননি। প্রতিবেদকরও অভিজ্ঞতা আছে ১৯৭৮ সালের বন্যার পর বাড়ির সামনে খালে জল ছিঁচে প্রায় ১২টা দেশীয় বোয়াল মাছ ধরেছিল। কিন্তু এই সমস্ত মাছ ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে চলে গেল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষক ও মৎস্য গবেষক নফরগঞ্জের বাসিন্দা যিনি ২০১৬ সালে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন, সেই তপন মাইতি জানালেন, আগে গ্রামবাংলায় যখন ধান চাষ হত তখন লাঙ্গল ও গরু দিয়ে মাটি চষে ধান চাষ করা হত। আজকের মত ট্রাক্টরের ব্যবহার ছিল না। সেই ধান চাষের ক্ষেত্রে কোন কীটনাশক বিষ বা পেস্টিসাইড দেওয়া হত না স্বাভাবিকভাবেই হত ধান চাষ। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিস্থিতি পাল্টে গেল ধান চাষ করার ক্ষেত্রে কীটনাশক এবং পেস্টিসাইড ব্যবহার করতে শুরু করলো মানুষ।। যার জেরে দেশীয় যে সমস্ত মাছ স্বাভাবিকভাবে প্রজনন করত তারা সেই স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে ফেললো। যার ফলেই ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে চলে গেল দেশীয় মাছ। পরবর্তী সময়ে গ্রাম বাংলার মানুষরা অল্প সময়ে অধিক পুঁজি লাভ করার জন্য তাদের পুকুরে বিদেশি প্রজাতির বিভিন্ন মাছ চাষ শুরু করে দিল। যেমন পাঙ্গাস, রূপচাঁদ, আফ্রিকান হাইব্রিড মাগুর মাছ প্রভৃতি। এর ফলে ওই সমস্ত রাক্ষস মাছগুলো দেশীয় মাছগুলোকে

সহজেই খেয়ে ফেলল। যার ফলে আরও বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেল দেশীয় খাল বিলের মাছ। তাহলে কি আর কোনভাবেই দেশীয় মাছ চাষের সম্ভাবনা নেই? সে প্রশ্নের উত্তরে তপন মাইতি জানালেন,

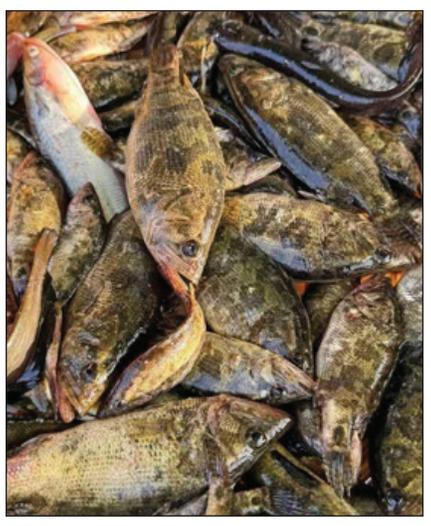

সম্ভাবনা একেবারেই নেই একথা বলা যাবে না। এখনও গ্রাম বাংলার বেশ কিছু অঞ্চলে বিশেষ করে গোসাবা, বাসন্তী প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও মানুষ ঘুনি আটোল বসিয়ে থাকে তাদের খালে বিল থেকে দেশীয় মাছ সংগ্রহ করে। সেখান থেকে মাছ সংগ্রহ করে তা নির্দিষ্ট পুকুরে চাষ করা যায়। তবে তার জন্য পুকুরকেও ভালোভাবে তৈরি করতে হবে। এই সমস্ত দেশীয় মাছ চাষের জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রোটিন জাতীয় খাবার দিতে হবে এবং এই দেশীয় মাছের সঙ্গে কোনোভাবেই বিদেশি প্রজাতির মাছ চাষ করা যাবে না। বর্তমানে কিছু কিছু অঞ্চলে বিভিন্ন দেশীয় মাছের চারা জোগাড় করে অনেকেই কৃত্রিম উপায়ে ব্রিডিং করছেন সেখান থেকেও চারা মাছ সংগ্রহ করা যায়। এই প্রসঙ্গে বজবজ ২ নম্বর ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক অনাময় সমাদ্দার জানালেন, ফ্রেজারগঞ্জ, কল্যাণী কিছু কিছু জায়গায় কৃত্রিমভাবে দেশীয় মাছের প্রজনন করে বৃহত্তরভাবে পুকুরে চাষ করা হচ্ছে। দেশীয় মাছ চাষের ব্যাপারে সরকারও উদ্যোগ নিচ্ছে বিভিন্নভাবে। গ্রামাঞ্চলের কোন মানুষ যদি দেশীয় মাছ চাষ করতে চায় তাহলে তাদের জন্যও মৎস্য কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক লোনেরও ব্যবস্থা আছে। পরবর্তী সময়ে দেশীয় মাছের কেউ হ্যাচারি করতে চাইলে মৎস্য দপ্তর সে ব্যাপারে সহযোগিতাও করবে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ০২ আগষ্ট – ০৮ আগষ্ট, ২০২৫

ট্রাম্পের গোঁসা

মোদীর বন্ধু ট্রাম্প। ট্রাম্পের বন্ধু মোদী, উঁহু একথা জোর দিয়ে ঠিক বলা যাবে না। ৩০ জুলাই আন্তর্জাতিক বন্ধুতা দবস চলে গেলেও তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছে না, বরং উল্টোটাই ঘটছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে খেলতে এলেন তখন তাঁর মনের ভিতরে বাসা বেঁধে আছে হিরো হওয়ার অপূর্ণ সাধ। সেই সাধে যে বাধ সাধবে সে বন্ধু থেকে শত্রু হতে কতক্ষণ। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদীর অবস্থা অনেকটা ঠিক এই রকম। ট্রাম্পের ডলার যখন হোঁচট খাচ্ছে মোদীর রুপি তখন চড় চড় করে চড়ছে। ট্রাম্প যখন শান্তিদূত হবার আশায় ভারত–পাক যুদ্ধ বন্ধের কৃতিত্ব চাইছেন তখন মোদী তা অস্বীকার করছেন। জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতাদের তালিকায় মোদী যখন ১ নম্বরে বিরাজ করছেন তখন ট্রাম্পের স্থান ৮ নম্বরে। ইনিংসের প্রথম দিকেই যদি এত গুগলি, ইয়র্কারের মুখোমুখি হতে হয় মাথা তো গরম হবেই। বিশেষ করে এতদিন যাঁর হাতে হাত রেখেছেন, পিঠ চাপড়েছেন, যার জন্য চেয়ার টেনে দিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে ধাক্কাটা এলে সামলানো মুশকিল বৈকি।

তাই শুল্ক চাপিয়ে, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করে ভারতের দিকে একের পর এক গোলা ছুঁড়ছেন। সবচেয়ে হাস্যকর যেটা করেছেন সেটা হল ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনেছে বলে জরিমানার নিদান দিয়েছেন। আবার ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য করেছে বলে ভারতকে গাল পেড়েছেন। এমনকি এতদিনের অবস্থান বদলে ভারত ও রাশিয়ার অর্থনীতিকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। এসব খেলা কিন্তু নতুন নয়। আমেরিকার পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ প্রেম যে ভারতের দিকে তাকিয়ে তা রাষ্ট্রনীতির প্রথম বর্ষের ছাত্ররাও বোঝে। এর জন্য পিএইচডি করার দরকার পড়ে না। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময়ে ১৯৯৮ সালের মে মাসে পোখরান নিউক্লিয়ার টেস্টের পরে ক্ষুব্ধ আমেরিকা ভারতের স্যাংকশন বন্ধ করেছিল। ক্ষতি তো দুরস্ত আজকের স্বনির্ভর ভারত গঠনের এটাই ছিল টার্নিং পয়েন্ট। আমেরিকার সঙ্গে ছিন্ন সম্পর্ক জোগাড় করে দিয়েছিল অনেক নতুন বন্ধু। মোদী তাঁর কার্যকালে ছোট বড় সব দেশেই সুসম্পর্কের ঝুলি নিয়ে ঘুরছেন। বিন্দু বিন্দু বাণিজ্যের সুযোগে গড়ে উঠছে সম্ভাবনার সমুদ্র। সম্প্রতি মলদ্বীপ ও ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের চুক্তি ক্ষুব্ধ করেছে ট্রাম্পকে। অন্যদিকে শোনা যাচ্ছে নিজের দেশেই দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন ট্রাম্প। আসলে মোদীর থার্ড ইনিংসের সঙ্গে লড়াই চলছে ট্রাম্পের সেকেন্ড ইনিংসের। মোদীর গত সফরে ট্রাম্প মোদীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, মোদী বড় বন্ধুর থেকে বড় নিগোসিয়েটার। মোদী অবশ্য প্রত্যুত্তরে কোনো কথা না বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। এর থেকেই বোঝা যায় লড়াইটা কেমন টক্করে টক্করে চলছে।

যারা নিজের কার্যকলাপে নিজেই বিড়ম্বনায় পড়ে তাদের জন্য মার্কিন চলচ্চিত্র প্রতিভা ওয়াল্টার এলিয়াস ডিজনি 'ডোনাল্ড ডাক' নামে এক বিখ্যাত কার্টুন চরিত্র তৈরী করেছিলেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বর্তমান সময়টা অনেকটা সেরকম চলছে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

এই জন্যই আমি পূর্ব হতেই বলে আসছি, নদী–পর্বত–বৃক্ষ সমাকীর্ণ এই দৃশ্য জগৎ অস্তিত্ববিহীন, পূর্বে ছিল না, বর্তমানে নেই, ভাবীকালেও থাকবে না। একমাত্র ব্রহ্মই সর্বদা আছেন। চিদাকাশই পরমাত্মায় এই ভ্রম–জ্ঞান আরোপ করে। এই হল আমি, ঐটি আমি নই এই ধরণের ধারণার কোন সত্যতা আদৌ নেই।

সাগর–পৃথিবী–অগ্নি, এই দিন–মাস–বর্ষ, এত জন্ম–ব্যাধি–মৃত্যু ইত্যাদি জ্ঞানসমূহ ভ্রমবশে স্বতঃই উদিত হয়ে চলেছে। অনাদি–অনন্ত মহা গগনতুল্য জ্ঞানময় ব্রহ্ম এই ভ্রমজ্ঞানে বিকৃত হন না। তিনি অতীতে যেমন ছিলেন, সর্বদাই তেমনই অসম্পৃক্ত এবং অপরিণামী হয়ে আছেন। জানালার ছিদ্রপথে সূর্যালোকে যেমন অসংখ্য ধুলিকণা দেখা যায়, তেমনই চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে অসংখ্য জগৎ প্রতীত হয়ে চলেছে। স্বচ্ছ স্ফটিকের সংলগ্ন রঙ্গীন পদার্থের প্রতিভাসে বর্ণহীন স্ফটিককে রঙ্গীন দেখায়, তেমনই নির্মল ব্রহ্মে জগৎ–চিত্র প্রতিভাসিত হয়ে থাকে। জগতের এই প্রতিভাস সরিয়ে নিলে শুদ্ধ ব্রহ্ম শুদ্ধরূপে উপলব্ধ হয়। এই হল সত্যজ্ঞান। সুতরাং হে রাঘব! অবিদ্যারূপিনী দীর্ঘ নিদ্রা এবং সেই অবিদ্যানিদ্রায় বস্তু কল্পনার স্বপ্ন পরিত্যাগ ক"রেই সত্যস্বরূপে স্থিত হলে জন্ম–মৃত্যুর স্বপ্ন–ভয় জয় করা যায়। রাম বললেন, হে গুরুদেব! সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে সৃষ্টিকর্ম সমাধা করেন। তাঁর সঙ্কল্পে উৎপন্ন এই জগতকে স্মৃতি–আত্মা বা সৃত্যাত্মা বলে। সুতরাং এই স্মৃত্যাত্মা কে সহকারী কারণ বললে অত্যুক্তি নিশ্চয় বলা যায় না? বশিষ্ঠ বললেন, রাম! জগৎকে মৃত্যাত্মা বলায় কোন ভুল হয় না। কিন্তু পরমাত্মার জন্ম যখন হয়ই না, তখন তাঁর পূর্বকল্পের স্মৃতি থাকে কি করে? রাম বললেন, হে ব্রহ্মণ! নিদ্রান্তে পুরুষের জাগ্রত পুরুষের যেমন পূর্বস্মৃতি উদিত হয়, তেমনই ব্রহ্মার মনোময় স্মৃতি উদয়ে আপত্তি কোথায়? বশিষ্ঠ বললেন, পূর্বে মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাগণ ব্রহ্মত্বে লীন হয়েছিলেন। নির্বাণ লাভ ক"রলে তাঁর স্মৃতিও ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়। সেই স্মৃতিকর্তাই যদি রইল না, তবে স্মৃতির উদয় হবে কি ক"রে? হে সুব্রত! জগৎসৃষ্টির সহকারী কারণ রূপে তুমি যে স্মৃতির উল্লেখ করছ, তা প্রকৃত স্মৃতি নয়। তা হল বিশাল ও বিস্তৃত দৃশ্য। চিদাকাশেই চিৎপ্রভা, সম্বিৎ, জগৎ বিরাজিত থাকে। অনাদি কাল হতে প্রবহমান ব্রহ্মের যে ভান বা প্রকাশ, তাকে বৈরাজ বা আতিবাহিক সূক্ষ্ম দেহ বলে। ব্রহ্মাণ্ড হল সেই শরীরের উপাদান। অতিসূক্ষ্ম সেই চিদণুতে কাল সহ সমগ্র ত্রিভূবন প্রকাশ পায়। ব্রহ্মাণ্ডরূপ সেই পরমাণুর মধ্যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডময় পরমাণু, তার মধ্যেও অসংখ্য জগৎ পরমাণু বিদ্যমান থাকে। হে সৌম্য! তুমি যে এই জগৎ দেখছ, তা পরমব্রহ্মের ভান বা প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

বাঙালি আক্রান্ত, জয় তৃণমূলের

নরেন্দ্রনাথ কুলে

দুর্বলের ওপর সবলের আক্রমণ চিরায়ত। প্রাচীন কাল থেকে আজকের সমাজ,রাষ্ট্র পর্যন্ত উদাহরণের শেষ নেই। যার মূল কথা হল অন্যের ওপর আধিপত্য। এই আধিপত্যের চেহারা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। দুর্বলের ওপর আক্রমণের রূপও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই পরিবর্তিত আক্রমণের চেহারায় মানুষ নামক প্রাণীটি স্থানিক অস্তিত্বের সংকটে পড়ছে বারে বারে। আধুনিক সভ্যতায় রাষ্ট্রীয় যন্ত্র কখন কাকে আঘাত করবে,কখন কাকে কাটাছেঁড়া করবে কিংবা থেঁতলে দেবে কেউ জানে না। রাষ্ট্র সীমানার হিসেব রাখে,নাগরিকের হিসেব রাখে, কোথাও ধর্মের হিসেব করে, ভাষার হিসেব করে। কিন্তু মানুষের হিসেব রাখে এ কথা সম্পূর্ণভাবে বলা যায় না। এখন এই রাষ্ট্র সেই হিসেবে নাগরিক খুঁজে বেড়ায়। আক্রমণ–হাতিয়ারে তারই খোঁজখবর করছে যেখানে মানুষের পরিচয় মানুষ নয়। তারই ফলস্বরূপ সম্প্রতি বাংলা ভাষা আক্রান্ত। বাঙালি আক্রান্ত।

বাঙালির প্রতি হঠাৎই কি এই আক্রমণ? না। পরাধীন ভারতবর্ষে এই আক্রমণের ইতিহাস রচনা হয়েছিল। কিন্তু সেই ইতিহাস আর ইতিহাসের পাতায় বন্দি হয়ে থাকছে না। নব নব রূপে তার প্রকাশ ঘটছে। এই ঘটনা কোন আকস্মিক ঘটনা হিসেবে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় কি? ব্রিটিশ শক্তির ভিত নড়ে গিয়েছিল বাঙালির সংগ্রামের আধিক্যে, তাই বাংলা ও বাঙালির ঐক্য ভাঙার খেলায় তাদের কৌশলের ইতিহাস আজ অজানা নয়। কিন্তু আজকে বাঙালি বিদ্বেষ যেভাবে প্রকাশিত হচ্ছে তা কেবলই পৃথক ঘটনা হিসেবে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এ বিদ্বেষে কি রাজনৈতিক কৌশল নেই? যে কোন বিদ্বেষ হয় রাজনৈতিক, নয় ধর্মীয় বা অন্য কোন স্বার্থীয় চক্রান্ত দ্বারা রচিত হয়ে থাকে। তবে আজকের এই বাঙালি বিদ্বেষ সব চক্রান্তের এক মিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের তত্ত্ব প্রমাণ করার খেলায় শুধু প্রশাসন খেলছে তা তো নয়। সেই খেলায় চলছে রাজনৈতিক ক্ষমতার অঙ্ক। যে অঙ্ক স্বাধীনতা পরবর্তী আসামে প্রকাশ পেয়েছে। যে ক্ষমতায় ভারতবর্ষ জুড়ে হিন্দি বলয়ের আধিপত্য প্রকাশের ঔদ্ধত্য প্রকাশিত হয়। আবার সেই ক্ষমতাই রাজনৈতিক স্বার্থে প্রাদেশিকতার হুল তৈরি করে। সেই হুল বাংলা ও বাঙালিকে আজ বিদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত।

বাংলা ভাষা শুধু বাংলাদেশের এই তত্ত্ব এবং তথ্য আজকের হিন্দি বলয়ের একটি শ্রেণীর মধ্যে এমনভাবে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে যা তাদের এ প্রজন্মের তথাকথিত

শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক উগ্রতা ও ঔদ্ধত্যের বীজ একপ্রকার বপন করতে সমর্থ হয়েছে। যার বহিঃপ্রকাশ কলকাতার মেট্রোরেলে সুবেশিত হিন্দিভাষী যাত্রীর বাঙালি ও বাংলা ভাষা বিদ্বেষের ঘটনা প্রমাণ করেছে। আসলে বিকৃত ইতিহাসের শিকার এই প্রজন্ম। এই ইতিহাস রাজনৈতিক স্বার্থেই রচিত হয়ে চলেছে। সেই রচনায় বাংলা ও বাঙালি সম্পর্কে নতুন করে রচনার আর এক কৌশল। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি ও বাংলা ভাষার ওপর যে আক্রমণ যেভাবে চলছে তাতে অনুপ্রবেশ তত্ত্ব প্রমাণ নয়, এই হাওয়া তুলে বাংলায় বিজেপির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের একটা পথ তৈরি করা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেই পথ তৈরি করতে গিয়ে বিজেপি বরং তৃণমূলের পথ আরো প্রশস্ত করে ফেলছে। তৃণমূলের ধর্মীয় আচরণে বাংলা ও বাঙালি বিভাজনে বিজেপির পথ যেমন বাংলার বুকে তৈরি হয়েছিল, সেই তৈরি পথে বিজেপি নতুন পথে (অনুপ্রবেশের তত্ত্ব) বাঙালি বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোটের ফায়দা তুলতে চাইছে। কিন্তু বিজেপি যত বাঙালি বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে, তৃণমূল তত বাঙালির ত্রাতা হিসেবে নিজেকে দেখানোর চেষ্টা করবে। হিন্দু, মুসলিম ধর্মীয় সুড়সুড়ি অপেক্ষা বাঙালিয়ানা সুড়সুড়িতে ভোটের খেলায় তৃণমূল বাজিমাত করার পথ অনায়াসে করতে সক্ষম হবে, সে যোগ্যতা তার আছে। বিজেপি বাংলার তৃণমূলের হাতে সেই অস্ত্র তুলে দিলে ভোটে তৃণমূলের যোগ্যতা প্রমাণে অনেক সহজ হয়ে যাবে।

বাঙালি বিদ্বেষে রাজনৈতিক লাভের হিসেবে বিজেপি, তৃণমূল সহ অন্য রাজনৈতিক দল যাই অঙ্ক করুক তাতে বাঙালি ও বাংলার মর্যাদা ও লাভ কিছু হবে কি? বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির ক্রমাগত নিম্নমুখি মান কি ঊর্ধ্বমুখি হতে পারে? বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি সে কথা বলছে কি? বাঙালির অস্মিতা, বাঙালির সংস্কৃতি কেবল বাক্যবাণ দিয়ে প্রমাণ হয় না। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, নেতাজি, নজরুল বাঙালির অস্মিতা ও সংস্কৃতির সেই বাক্যবাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আজ। সেই সীমাবদ্ধতায় পড়ুয়াদের পাঠ্যসূচীতে তাঁরা নেই। সেই সীমাবদ্ধতায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা পড়ে বারেবারে। শুধু রাজনৈতিক বাক্যবাণে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, নেতাজি, নজরুল উচ্চারিত হলে বাঙালির অস্মিতা ও সংস্কৃতির মান বজায় থাকে না তা আজকের ভোট রাজনীতির চর্চায় প্রমাণিত নয় কি? সেই চর্চায় আজ বাংলা ভাষা ও বাঙালি আক্রান্ত কোন ব্যতিক্রম ঘটনা নয়। বিজেপির এই আক্রমণ ও তার বিরুদ্ধে তৃণমূলের হুঙ্কার বাঙালি ও বাংলা ভাষা বাঁচানোর জন্য নয়। আজকের শিক্ষাক্ষেত্র সহ সকল স্তরে দুর্নীতি সে কথা বলে দিচ্ছে। আট হাজারের উপর সরকারি স্কুল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত কি বাংলা ভাষা ও বাঙালির উন্নয়নের জন্য? নাকি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো মজবুত করার জন্য? তবে অনুপ্রবেশ তত্ত্বে বাংলায় বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির বাঙালি আক্রমণ বাঙালি সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে দিয়েছে। আর এই বাঙালি সেন্টিমেন্ট তৃণমূল ভোটের মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাবে। অলরেডি তারা তা প্রয়োগ করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের সেই কর্মকান্ডে বাংলা ও বাঙালির লাভ কোনকিছু লাভ হবে না , শুধু তৃণমূলের ক্ষমতালাভকে নিশ্চিত করবে।

সংখ্যালঘু সিন্দুকে ছিদ্র লুকাতে বাংলা অস্মিতা

সুবীর পাল

গণতন্ত্র, নির্বাচন সঙ্গে ইস্যু। এটাই হলো সভ্য দুনিয়ার ভোট দস্তুর।

এই দস্তুরের দর্পণে যদি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ? তবে কেন জানি না ভোটের গণতান্ত্রিক শর্তগুলোই কেমন যেন অদ্ভুত রকমের নড়বড়ে হয়ে ওঠে। এই রাজ্যকে ঘিরে এমন অভিযোগ কিন্তু নতুন নয়। এই ট্র্যাডিশন তো বিগত পঞ্চাশ বছরের। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কংগ্রেসি জমানার আমলে জরুরি অবস্থার মধ্যে দিয়ে এর সূত্রপাত। কংগ্রেস আমদের ব্রিগিং বাম আমলে হয়েছিল বৈজ্ঞানিক রিগিং। সম্প্রতি তৃণমূলের জমানায় তো আবার পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াটাই প্রহসনের রূপ নিয়েছে। এখন ভোটের লাইনে দাঁড়াতে গেলে ভোটদাতারা নিরাপদে নিজের বাড়ি ফিরতে পারবেন কিনা, এমন গ্যারান্টি কিন্তু কেউ দেবার নেই। শাসকের তো আবার সেই দায় একদমই থাকে না।

এমনই দম বন্ধ করা আবহে আগামী বছর রাজ্যে ফের হতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচন। অর্থাৎ আগামী পাঁচ বছর পশ্চিমবঙ্গে কোন রাজনৈতিক দল শাসন করবেন তা ঠিক করে দেবেন রাজ্যের প্রকৃত ভোটদাতারা। এইরে মাফ করবেন খানিক ভুল হয়ে গেল গণতান্ত্রিক নীতির কথা বলতে গিয়ে। আসলে অনেক ভোট বিশ্লেষকরা দাবি করেন ইদানিং, নাকি গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তোয়াক্কা করা হয় না এখানে। তাঁদের একটাই দাবি, এই রাজ্যে নির্বাচনের ফলাফল নির্ভর করে না প্রকৃত ভোটারদের ভোটদানের সংখ্যাধিক্যের উপর। এখানে চলছে ভোটের নতুন অনুশাসন। নয়া ফর্মুলায়। তৃণমূলের প্রত্যক্ষ বদান্যতায়। হয়তো তাই নকল বা অবৈধ ভোটাররাই নাকি এই রাজ্যের শাসন ভার ঠিক করে দেন আগামীর শাসক কে হবে।

রাজ্যের আগামী নির্বাচনে দলগত ভোটের ইস্যু কি হবে তা সর্বাগ্রে জানান দিয়ে দিয়েছে বিজেপি। প্রধানত তারা তিনটে ইস্যুকে সামনে তুলে ধরেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই রাজ্যে এসে ৫,৪০০ কোটি টাকার নয়া পুঁজি নিবেশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বার্তা দিয়েছেন আগামী ভোটে উন্নয়ণ ও কর্মসংস্থান নিয়ে অবশ্যই খেলা হবে। এছাড়া রাজ্য শাসকের দুর্নীতির কথাও প্রচারে প্রকট করছে বিজেপি। সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী বিজেপি ভোটের ঢাকে বোল তুলতেই শাসক তৃণমূলের সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দৌড়ালেন বীরভূমের শান্তিনিকেতনে। পুঁজি বা কর্মসংস্থানের উত্তর? মেরেছে কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না মার্কা হযবরল তথ্যের ফুলঝুরি প্রকাশ। দুর্নীতির কাউন্টার? নীরবতাই হাতিয়ার। তথাপি সবকিছুতেই চুপচাপ থাকা যায় নাকি? কদাপি নেহি। সুতরাং বাঙালি প্রীতি নিয়েই হোক তবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবাদ মিছিল। হলোও তাই। কিন্তু কি হল? বাংলা অস্মিতার ঢ্যারা পেটানো হল। সেটা আবার কি? ওটা কি খায় নাকি মাথায় দেয়? আদতে বাঙালিরা কি এসব বোঝে বা বুঝতে চায়? অতসত না জানলেও এরাজ্যের আসল ভোটদাতা কিন্তু এটা এতক্ষণে বুঝে গেছেন, তৃণমূলের এবারের ভোটের ইস্যু হতে চলেছে নো আরজিকর–কসবা, নো দুর্নীতি, শুধু শুধু শুধু বাঙালি অস্মিতা।

কয়েকটা পরিসংখ্যান এই আলোচ্য বিষয়কে জলের মতো পরিষ্কার করে দেয়। একথা স্বীকার করে নিতেই হবে, রাজ্যের সার্বিক সংখ্যালঘু ভোটদাতার প্রায় একশো শতাংশ ভোট কিন্তু তৃণমূলের ঝুলিতে পড়েই চলেছে এক দশক যাবৎ। অদ্ভুত ভাবে এই সংখ্যালঘুর ভোটারের সংখ্যা কিন্তু এবার এক লাফে বৃদ্ধি পেয়েছে সবপক্ষকে হতবাক করে। ২০১৯ সালে রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোটার ছিল ২৫%–এ। চলতি বছরে তার আকার দাঁড়িয়েছে ৩০%–এ। মাত্র ছয় বছরে এমনতর বৃদ্ধি কোন যাদু স্পর্শে সম্ভরপর হলো এটাই আশ্চর্যের। এই আচমকা বৃদ্ধির হারটাই কি বাঙালি অস্মিতা নব্য সংরক্ষণের আসল কারণ?

রাজারহাট নিউটাউন বিধানসভা এলাকায় ২০০৯ সালে মোট ভোটার ছিল এক লক্ষ ৬৫ হাজার। ২০২৪ সালে সেখানে ভোটদাতার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে তিন লক্ষ ১৩ হাজারে। অর্থাৎ ভোটদাতার বৃদ্ধি হয়েছে ৫৫.৪৩ %। কল্পনা করা যায় এই বৃদ্ধি? এবার আসা যাক সোনারপুর উত্তর কেন্দ্রে। সেখানে ২০০৯ সালে ছিল এক লক্ষ ৭৬ হাজার ভোটার। ২০২৪ সালে তা বেড়ে গিয়েছে তিন লক্ষ ১৪ হাজারে। সুতরাং এখানে ভোটদাতারা নিজেদের বাড়িয়েছেন ৫৪.১% হারে। অর্থাৎ এই বৃদ্ধি প্রাপ্তরা শুধু এখানে এসে বসবাস করছে না, তারা প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করে ভোটার লিস্টে নিজেদের নামও তুলিয়ে নিয়েছে ভোজবাজি সহ তোলাবাজি প্রক্রিয়ায়। একই চিত্র দেখা মিলেছে মানিকচক, মালতিপুর, রতুয়া ও মালদহ–হরিশচন্দ্রপুর বিধানসভা অঞ্চলে। যথাক্রমে ২০০৯ সালে ওই সব স্থানে ভোটারদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ৫৫ হাজার, এক লক্ষ ৩৪ হাজার, এক লক্ষ ৭২ হাজার ও এক লক্ষ ৪২ হাজার। ওই চার বিধানসভাগত স্থানে ২০২৪ সালে ভোটার এখানে বেড়ে গেছে যথাক্রমে দুই লক্ষ ৬৬ হাজার, ২ লক্ষ ৪৪ হাজার, দুই লক্ষ ৯০ হাজার ও দুই লক্ষ ৬৭ হাজার। ফলে সেখানে ভোটদাতার সংখ্যা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে যথাক্রমে ৫৩.৮৭%, ৬১.৩৪%, ৫২.৪০% ও ৬৭.০৫%।

এই পরিসংখ্যান শুধুমাত্র অ্যাসিড টেস্টের একটা নামান্তর মাত্র। এই বৃদ্ধির সূচক কিন্তু রাজ্যের বহু স্পর্শকাতর বিধানসভা কেন্দ্রের আসল প্রতিফলক হয়ে উঠেছে। রাজ্যের নির্বাচনী তালিকায় এমন অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধির বিষয়ে শাসকের একটাই দাবি, ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দেওয়া মানছি না মানবো না। বাঙালিদের উপর এমন আক্রমণ তৃণমূল সর্বশক্তি দিয়ে রুখবে। উল্টে, বিরোধী বিজেপির দাবি, এই অতিরিক্ত ভোটাররা আসলে অনুপ্রবেশকারী মুসলিম বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গার দল। এদের দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দেওয়া হবে।

দেশের নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) চালু করেছে বিহারে। সারা দেশের সঙ্গে এই অভিযান প্রয়োগ হবার কথা এই রাজ্যেও। সংবিধানের ৩২৬ নম্বর ধারা অনুসারে ১৮ বছরের উর্ধ্বে একমাত্র ভারতীয় নাগরিকেরাই এই দেশে ভোটে অংশ নেওয়া থেকে ও ভোটদানের অধিকারী হতে পারবে। বিহারের ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত হয়েছে ৬০ লক্ষেরও বেশি। তবু বিহারের শাসক দল স্বাগত জানালেও সেখানকার বিরোধী শিবির কিন্তু উষ্মা প্রকাশ করে চলেছে। বিহারের রাজনৈতিক লবির ১৮০ ডিগ্রি উল্টো। এখানে শাসক এর বিরোধিতায় গলার শিরা ফোলাচ্ছে আবার বিরোধীরা এখানে তা প্রণয়ন করতে আদা জল খেয়ে নেমে পড়েছে।

কারণ এসব বাস্তবায়িত হলে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে যে তুমুল ধস নামবে তা নিশ্চিত। এই গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত। আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল অল ইন্ডিয়া মজলিমিনের ইত্তেহাদুল মুসলিমিন"এর রাজ্য প্রধান ইমরাণ সোলাঙ্কি জানিয়েছেন, এবার পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ আসনেই এবার তারা সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছে। একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের বিধায়ক নাওসাদ সিদ্দিকীর প্রেস ব্রিফিংয়ে। তিনিও বলেন, তাঁদের দল আগামী নির্বাচনে অধিকাংশ কেন্দ্রে পৃথকভাবে লড়বে। এমনই আবহে আবার নতুন করে গুঞ্জন উস্কে দিয়েছেন মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তিনি তো আবার স্থানীয় মুসলিমদের উন্নয়ণের লক্ষ্যে নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার হুমকি দিয়ে রেখেছেন। আক্ষরিক অর্থেই এই সমস্ত নয়া রসায়ণ ভোটের বাজারে মোটেও দাগ কাটতে পারবে না তা তারা নিজেরাও ভালো জানে। কিন্তু যেটা তারা পারবে সেটা হল তৃণমূলের ভোট সিন্দুকে ছোট হলেও ছিদ্র করতে সক্ষম হবে। সেটাও ঘাসফুল শিবিরে চরম বিড়ম্বনার কারণ বৈকি।

এসব তো আর মুখে বলা যায় না। তাই বাংলা বাঙালি অস্মিতাই একমাত্র সম্বল।

অবরুদ্ধ ঈশ্বর

শৌভিক গাঙ্গুলী

জানালার কাঁচটা একটু তুলে দিলাম। একটানা বৃষ্টিতে শহর ভিজছে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা জলমগ্ন; কিন্তু ভ্যাপসা গরম কমে না! বাসটা টালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে মিনিট দশেক

অবরুদ্ধ, বাঙালিদের মিছিল চলছে; বাংলা বাঁচাও, গেল গেল রব উঠেছে।

আজ ২৯ জুলাই, ঈশ্বরের তিরোধান দিবস। বাদুর বাগানের বাড়িতে মাল্যদানের প্রতিযোগিতায় ঈশ্বর প্রেমের জোয়ারের মধ্যেই কার্মাটোরের বাড়িটা কেমন থমথমে। জীবনের শেষ সতেরো বছরের সিংহভাগ এখানেই ছিলেন। স্থানীয় সাঁওতাল মানুষের মধ্যেই প্রকৃতির দেবতার খোঁজ পেয়েছিলেন ঈশ্বর। যে পাথরটার ওপর বসে বাচ্চাদের পড়াতেন তার পিছনের বটগাছ মহিরুহ আজ।

একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মনে, কে দায়ী?

শুধুমাত্র স্বাস্থ্য ঠিক করার জন্যই ঈশ্বর কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন? যে মানুষ দেনা করে অপরের দেনা মেটাতেন, তাকেই কী না একথা বলেছে তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালির বিরাট অংশ!

বাংলা, বাঙালি আবেগ সরিয়ে রেখে চোখ মেললেই খুব পরিষ্কার ছবি সামনে আসে। সত্যিই শুধু বাঙালি করে রাখা হয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, মেধা মননের চরম অবনমনের পিছনের কারণ কী?

ধর্ম, নীতি, সাহিত্য, জাতীয়তাবাদ সব ছেড়ে শুধু ইট ড্রিঙ্ক অ্যান্ড বি মেরি জীবনবোধ আজ অগ্রাধিকার পেয়েছে। সহজে হাসিল করার প্রবণতা আর কর্মবিমুখতা বাঙালিদের অবরুদ্ধ করেছে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে বলা হত তিনি বৃটিশদের মতো কর্মবীর, মননে সনাতন বাঙালি, ভারতীয়।

নারী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে ঈশ্বরের অবদান বহুল চর্চিত। কিন্তু ঈশ্বরের দেখানো পথ গ্রহণ করেছে কি বাঙালি?

অস্বীকার করার জায়গা নেই দীর্ঘদিন নিজেদের বুদ্ধিজীবী সাজিয়ে অন্য জাতির প্রতি এক উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গির খেসারত আজ পদে পদে দিতে হচ্ছে। উনবিংশ শতকের ইংরেজি শিক্ষার প্রসার আর তার ফলশ্রুতিতে যে নবজাগরণের পথিকৃতদের আগমন ঘটেছিল তা আজ ইতিহাস মাত্র। অন্যান্য কিছু কারণ থাকলেও মূলত নিজ কৃতকর্মের জন্যই বাঙালি আজ স্বখাত সলিলে, ঈশ্বর অবরুদ্ধ।

১২৭ বছর পর ভারতের কাছে ফিরল বৌদ্ধ রত্ন

প্রীতম দাস : ৩১ জুলাই বুদ্ধের দেহাবশেষ–সংলগ্ন শত শত রত্নের একটি সংগ্রহ ১২৭ বছর পর ভারতে ফিরে এসেছে। এ বছরের শুরুতে এই রত্নগুলি নিলামে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তবে দিল্লির সরকারের আইনি হুমকির কারণে সেই পরিকল্পনা স্থগিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩০ জুলাই এই সংগ্রহের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে জানান, এই সংগ্রহটি 'ঐতিহাসিক বুদ্ধ মৌর্য সাম্রাজ্যের পিপরাভা রত্নসম্ভার, অশোক যুগ, আনুমানিক ২৪০–২০০ খ্রিস্টপূর্ব' নামে পরিচিত। প্রথমে মে মাসে হংকংয়ে সথেবিস নিলাম সংস্থা এই রত্নগুলি নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু ভারত সরকার আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিলে এবং রত্নগুলি ফেরত চাওয়ায় সেই নিলাম স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে সথেবিস একটি ক্রেতা খুঁজে পায় এবং এমন একটি বিক্রয় সম্পন্ন করে যার ফলে রত্নগুলি স্থায়ীভাবে ভারতে ফিরে আসে। সথেবিস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পিপরাভা রত্নসম্ভার ভারতকে ফিরিয়ে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। তারা আরও জানায়, গত দুই মাস ধরে আমরা যেসব চেষ্টা করেছি, তার সফল পরিণতি এটি। আমরা রত্নগুলির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত রক্ষক খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছি, যদিও সেই ক্রেতার নাম প্রকাশ করা হয়নি।

এই রত্নগুলি প্রথম খুঁজে পান ১৮৯৮ সালে উত্তর ভারতের পিপরাভা অঞ্চলের একটি প্রাচীন স্তূপ থেকে ইংরেজ এস্টেট ম্যানেজার উইলিয়াম ক্লাক্সটন পেপ্পে। পরে তাকে ৩০০টিরও বেশি অনুরূপ রত্ন নিজের কাছে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়, যা তার পরিবারে থেকে যায়।

রাশিয়ার এয়ারস্ট্রাইকে মৃত ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিয়েভে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের যৌথ হামলায় নিহত হয়েছে ৬ জন, এর মধ্যে ১টি শিশুও রয়েছে। কিয়েভ শহরের সামরিক প্রশাসক তিমুর তকাচেঙ্কো বলেন, নিহতদের মধ্যে ৬ বছর বয়সী একটি শিশুও রয়েছে। তিনি জানান, রাতভর চলা এই হামলায় ইউক্রেনের রাজধানীর ৪টি জেলায় মোট ২৭টি স্থানে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

প্রেসিডেন্টয় জেলেনস্কি একটি ভিডিও পোস্ট করে জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ দেখিয়ে জানান, একটি আবাসিক ভবনের নিচে এখনও মানুষ আটকে আছে। যারা বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা চালানোর কথা অস্বীকার করে, তারা সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যুদ্ধের মূল ফ্রন্টলাইন থেকে অনেক দূরের ইউক্রেনীয় শহর ও জনবসতিতে বিমান হামলা আরও বাড়িয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, এই সপ্তাহে শান্তিচুক্তির জন্য পুতিনকে দেওয়া সময়সীমা সংক্ষিপ্ত করেছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প খুব উদার ও ধৈর্যশীল ছিলেন পুতিনের প্রতি, শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করেছেন, লিখেছেন সিবিহা। 'পুতিন ইচ্ছাকৃতভাবেই এটা করছেন।'

গোঁসাইপুর গ্রামের রাস্তা বেহাল

অভীক মিত্র : রাস্তা তো নয় যেন নদী। যানবাহন ঠেলে পার করতে হয় রাস্তা। অভিযোগ, বর্ষার সময় সারা গ্রামের রাস্তা ডুবে থাকে জলে। এক হাঁটু জল বেয়ে স্কুল কলেজের পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ চলাচল করে খুব কষ্ট করে ওই রাস্তায়। ঢালাই ভেঙ্গে এখন খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। বারবার গ্রামপঞ্চায়েতে আবেদন নিবেদন করলেও কোনো কর্ণপাত করেনি তৃণমূল পরিচালিত

গ্রামপঞ্চায়েত। নলহাটি ১নং ব্লকের কয়থা ২নং গ্রামপঞ্চায়েতের গোঁসাইপুর গ্রামে প্রায় ২০ বছর আগে বামফ্রন্টের সময় গ্রামের ভিতর প্রায় ২ কিমি পিসিসি ঢালাই রাস্তা নির্মিত হয়েছিল। পালাবদলের পর সেই রাস্তা আর মেরামত হয়নি। ভারি ওভারলোড ট্রাক্টর গাড়ি চলাচলের ফলে খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। রাস্তায় টলিগুলিকে ৪–৫জন লোক দিয়ে ঠেলে পার করতে হয়। ওই গ্রামের বাসিন্দা পলাশ আলি সহ অনেকেই অভিযোগ করে বলে, গোঁসাইপুর–কয়থা রাস্তাটি পিচ হলেও গোঁসাইপুর গ্রামের ভিতর পুরো রাস্তাটি ভেঙ্গে চুরে গিয়েছে। নামেই সারাই করা হয় মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ভেঙ্গে গিয়েছে। গ্রামপঞ্চায়েতের এই বিষয়ে কোনও হেলদোল নেই। আমাদের দাবি অবিলম্বে রাস্তাটিকে পুরোটাই ঢালাই করতে হবে। তা নাহলে আমরা অবরোধ আন্দোলনের পথে যাবো।

আক্রান্ত টিকিট পরীক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণার শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ক্যানিং স্টেশনে বিনা টিকেটের যাত্রীকে ধরতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন টিকিট পরীক্ষক তনুশ্রী ঘড়ুই। রেল সূত্রে খবর, অন্যান্য দিনের মতো বিনা টিকিটে যাত্রীদেরকে টিকিট পরীক্ষা করতে শুরু করেন ওই টিকিট পরীক্ষক। একজন মহিলা যাত্রীর কাছে টিকিট চাওয়ার কারণেই শুরু হয় বচসা। বৈধ টিকিট না থাকা সত্ত্বেও রেলের নির্ধারিত ফাইন দিতে অস্বীকার করেন ওই মহিলা যাত্রী।

তারপর বিষয়টি একপর্যায়ে ধস্তাধস্তি পর্যায়ে পৌঁছায়। ওই টিকিট পরীক্ষকের হাতে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত লাগে। শুধু তাই নয় গলায় থাকা টিকিট পরীক্ষকের পরিচয় পত্রের ফিতে টেনে ধরে তাকে শ্বাস রোধ করার চেষ্টা করে ওই যাত্রী। রেলের অন্যান্য কর্মী ও পুলিশ এসে বিষয়টি মিটিয়ে দেয়। উল্লেখ্য এর আগেও একাধিকবার ক্যানিং প্ল্যাটফর্মে টিকিট পরীক্ষকদের সঙ্গে নিত্যযাত্রীদের বচসা বাধে। পরে অবশ্যই যাত্রীকে আটক করলে ফাইন দিতে বাধ্য হয়।

পার্শ্ব শিক্ষিকাকে প্রধান শিক্ষককের হেনস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সপ্তাহখানেক আগে কুলতলির নলগড়া ৬ নম্বর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের এক পার্শ্ব শিক্ষিকাকে স্কুলেরই একটি ঘরে আটকে রেখে হেনস্থার অভিযোগ ওঠে প্রধান শিক্ষক গৌরাঙ্গ মাইতির বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে কুলতলি থানার পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে, ওই শিক্ষিকা ওই স্কুলে প্যারা টিচার হিসেবে কাজ করেন। কাজ নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রধান শিক্ষক বিরোধ চলছিল। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে রয়েছেন তিনি। রাজ্য পার্শ্ব শিক্ষক সমন্বয় সমিতি ঘটনার তদন্তের দাবি করেছে। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট সব মহলে স্পিড পোস্ট এবং ই–মেলের মাধ্যমে অভিযোগ জানিয়েছেন বারুইপুরের বাসিন্দা ওই পার্শ্ব শিক্ষিকা। পুলিশের তরফে শিক্ষিকার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে। অভিযোগকারী বলেন, 'স্কুলে যেতে ভয় করছে। যাতে নিরাপদে কাজটা করতে পারি, প্রশাসন সেই ব্যবস্থা করুক।' বারুইপুর জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'ওই শিক্ষিকার হেনস্থার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে, ওই শিক্ষিকা দিনের পর দিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন, এই অভিযোগ তুলে অভিভাবকদের একাংশ কুলতলি থানায় আগেই গণ প্রতিবাদ পত্র জমা দিয়েছিলেন। তবে ওই শিক্ষিকার অবশ্য দাবি, পার্শ্ব শিক্ষিকা হিসাবে যেটুকু কাজ করার কথা, তা তিনি করেন।' এ ব্যাপারে কুলতলির বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মণ্ডল বলেন, উনি যদি নিয়মিত স্কুলে আসেন এবং কাজ করেন, নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রশাসন অবশ্যই নেবে। তবে এই অভিযোগ নিয়ে প্রধান শিক্ষক গৌরাঙ্গ মাইতি কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তিনি শুধু বলেন, স্কুলের পঠনপাঠনের কীভাবে আরও উন্নতি হয়, সেটাই আমার লক্ষ্য। এ ছাড়া আমি কিছু মন্তব্য করতে পারবো না।

শিয়ালদহ এসআরপির অধীনস্থ দমদম জিআরপির থানার পক্ষ থেকে ২৯ জুলাই 'ফিরে পাওয়া' অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এদিনে দমদম জিআরপির তরফে উদ্ধারকৃত ৪০ টি মোবাইল ফোন তাদের প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটেলি এসআরপি(সদর), আরপিএফ আধিকারিক, স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট সহ দমদম জিআরপি আই সি সঞ্জীব দাস।

প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তায় সরকারি জমি দখল সোনারপুরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করে রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে চলছে সরকারি জমি দখলের কাজ। জানা যায়, মেন রাস্তার ধারে রাতের অন্ধকারে দখল করা হচ্ছে সরকারি জমি। প্রশাসনের একেবারে চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটায় উঠছে তাদের নজরদারির ভূমিকা নিয়েও। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই ধাপে ধাপে এই জমিতে দখলদারিত্ব বাড়ছে কেউ বা কারা রাতের বেলায় নির্মাণ সামগ্রী এনে রাখছে, তৈরি করছে অস্থায়ী কাঠামো অথচ এতদিন প্রশাসন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। দখলকারীরা প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তাকে হাতিয়ার করে এই কাজ করে চলেছে। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, সরকারি জমিতে বেআইনি দখলদারি হলে একদিন সেই জমি আর জনগণের কাজে ব্যবহার করা যায় না। যদি এই জমিতে ক্লাব, খেলার মাঠ বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে তাহলে উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ। ব্যক্তিগত স্বার্থে সব দখল করে নিচ্ছে। এ ব্যাপারে রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ডাক্তার পল্লব দাস বলেন, 'সরকারি জমির দখল করা সম্পূর্ণরূপে বেআইনি। আমি যত দ্রুত সম্ভব এই কাজ বন্ধ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।'

কি কারণে মহেশতলা জলমগ্ন?

নিজস্ব প্রতিনিধি : আশঙ্কা সত্যি করেই কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা পৌরসভার ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৫টি ওয়ার্ড বর্তমানে কার্যত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ২৮, ২৪, ২৬, ২৭, ৩০, ১২, ১৩, ১৪ এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলিতে জল যন্ত্রণায় নাকাল এলাকাবাসী। দিনের পর দিন পাড়ার অলিতে–গলিতে এক হাঁটু জল জমে আছে। বিভিন্ন বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েও মানুষের অস্বস্তি বাড়াচ্ছে। বৃষ্টির জল কিছুতেই নিষ্কাশন হচ্ছে না। বর্তমানে পাম্প লাগিয়ে খালে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে না। প্রতিবছরই বর্ষার সময় এমন দুর্ভোগে ভোগেন মহেশতলাবাসী। পৌর প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিবারই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় জল নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু সেই কাজ বাস্তবায়িত এখনও হয়নি। মহেশতলা বিধানসভার বিজেপির কনভেনার অসিত বাগ এই প্রসঙ্গে বলেন, মেমানপুরের কাছে যে মিরপুর খাল আছে সেই খালে দীর্ঘদিন কোন ড্রেজিং হয়নি। এই খালে জল নিষ্কাশনের জন্য যে ড্রেন আছে তার তল খালের তলের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। লোক দেখানো পাম্প দিয়ে মিরপুর খালে জল ফেলা হলেও খাল যেহেতু ড্রেজিং হয়নি তাই খাল দিয়ে জল ও নিষ্কাশিত হচ্ছে না। তিনি আরো বলেন, ৩০ নম্বরের ওয়ার্ডের এক ভদ্রমহিলা সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাকে গাড়ি করে হাসপাতালে পাঠাতে কার্যতা নাজেহাল হতে হয়। কোন গাড়ি ওই ভদ্রমহিলার বাড়িতে যেতে চায়নি জলের কারণে। কোন রকমে স্ট্রেচারে করে ওই ভদ্র মহিলাকে বজবজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে, চট্টা কালিকাপুর মহিষগোট এলাকায় জল নিষ্কাশনের জন্য যে সমস্ত ড্রেনেজ আছে যে ড্রেনে যে জল চড়িয়াল খালে পড়ে কিন্তু ড্রেনের দুদিকে এমনভাবে বাড়ি দোকানপাট গড়ে উঠেছে যার ফলে সেখানো জল ঠিকমতো নিষ্কাশিত হতে পারছে না। তার ওপরে ওই সমস্ত এলাকার জিন্স কারখানার দূষিত জল গঙ্গার জলে এসে মিশছে এবং এলাকাকে দুর্গন্ধময় করে তুলেছে। কোন ব্যাপারেই প্রশাসনের সেভাবে কোন তৎপরতা চোখে পড়ছে না। যদি এভাবে বৃষ্টি এক নাগাড়ে চলতে থাকে তাহলে মহেশতলাবাসীর কপালে আরও দুর্ভোগ আছে বলেই আশঙ্কা করছেন অনেকে।

সমস্যা জানালেই প্রধানের দুর্ব্যবহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় ১০ দিনের উপরে জলমগ্ন। বাড়ি ঘর ছেড়ে স্টেশনে আশ্রয় নিয়েছে অনেক পরিবার। বিষধর সাপ, পোকামাকড়ের ভয়ে বাসস্থান ছেড়ে অনেকেই সুবিধাজনক জায়গায় চলে যাচ্ছেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে শুরু করে প্রশাসনিক মহলে আবেদন নিবেদন করলেও সুরাহা মেনে নিয়ে এখনও। বাসিন্দাদের অভিযোগ, পঞ্চায়েতের প্রধানকে এ ব্যাপারে জানাতে গেলে তিনি কর্ণপাত করেননি। পড়ন্ত তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। এমনই দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে পড়েছেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ ব্লকের আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কামদেবপুর বেদপাড়া এলাকার ৭৩ টি পরিবার। এদের অনেকেই বাঁশের কাজ করেন। এলাকা জলমগ্ন থাকায় কর্মহীন হয়ে খাওয়ার জুটবে কিনা সেই নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন তারা। ত্রাণের দাবিতে আন্দোলন অবরোধের হুমকি স্থানীয়দের। যদিও আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূরবী সরকার–কে ফোন করে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমরা সব সময়ই পাশে থাকি। তবে দুর্ব্যবহারের যে অভিযোগ তা ঠিক নয়। বেশ কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। পরিস্থিতি ভয়াবহতার দিকে না গিয়ে এখন দেখার কবে এলাকার বাসিন্দারা সুরাহার পথ দেখবেন?

ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়েই চলছে যাতায়াত

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী : মানব জীবনের উন্নতির দিকগুলির মধ্যে অন্যতম হল সড়ক যোগাযোগ। সড়ক যোগাযোগ যেখানে যত উন্নত সেখানে ততই মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নত। আর সেই সড়ক যখন মানুষের যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে যায় তখন মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে যায়। এমন এক গ্রামীণ সড়ক হল হাওড়া ডোমজুড় থানার অন্তর্গত ফকোর দোকান থেকে ষষ্ঠীতলা হয়ে জয়চন্ডীতলার যাবার রাস্তা। সংস্কারের অভাবে বেহাল দশা। সমস্ত রাস্তাই পিচের প্রলেপ উঠে ছোট বড় গর্তে পরিণত হয়েছে। কোথাও জলের পাইপ লাইন বসানোর ফলেও রাস্তা খারাপ হয়ে গিয়েছে বলে এলাকাবাসীদের দাবি।

এই রাস্তা দিয়ে সাধারণত ছোট গাড়ি যাতায়াত করে। কিন্তু বর্তমানে রাস্তায় বেহাল দশা নিত্যযাত্রীরা থেকে এলাকাবাসী সকলেই নাজেহাল অবস্থা। সকালের দাবি দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে এই রাস্তা বেহাল দশা তা প্রসাশনের উদ্যোগ অবিলম্বে সংস্কার করা হোক। এখন দেখার প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তা সংস্কারের কি প্রদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ক্যানিংয়ে গ্রেপ্তার বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করে ক্যানিং থানার ইটখোলা পঞ্চায়েতের মধুখালী এলাকায় বাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করেছিল বাংলাদেশী যুবক আকবর মোল্লা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, বছর পাঁচেক আগে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা এলাকা থেকে আকবর মোল্লা চলে আসে ক্যানিংয়ের মধুখালীতে। এখানে এক আত্মীয়ের সহযোগিতায় ক্যানিংয়ের মধুখালীতে জায়গা কেনেন। সেখানে বাড়িঘর করে একাই থাকছিলেন। তবে পরিবারের লোকজনেরও আনাগোনা ছিল। স্থানীয় মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে ২৯ জুলাই তাকে গ্রেপ্তার

করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই তার কাছ থেকে ভারতীয় আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড সহ জমির দলিল সহ বাংলাদেশের প্রচুর কাগজপত্র উদ্ধার হয়েছে তার কাছ থেকে। পুলিশের জেরাতে সে স্বীকার করেছে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল। শুধু তাই নয় বাংলাদেশ থেকে বহু লোকজনকে এনে পশ্চিমবঙ্গে কাজও দিয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় জায়গা–জমি কি নিয়ে থাকার ব্যবস্থাও করেছে। মূলত বাংলাদেশী শ্রমিক সাপ্লাইয়ের কাজ করতো সে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। বুধবার তাকে আলিপুর আদালতে তুলে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ক্যানিং থানার তরফে থেকে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

মগরাহাট এক নম্বর ব্লকের উন্নয়ন প্রকল্প

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গ্রামীণ উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিশেষ কর্মসংস্থান প্রকল্প অনুসারে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাট এক নম্বর ব্লকের উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, ধানপোতা থেকে বড়দিরেহাট রাস্তাটি পাকা হবে এবং লক্ষ্মীকান্তপুর খালটির সংস্কার সাধন করা হবে। গ্রামীণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ কল্পে খালেতে বাঁধ দেওয়ার কাজও সুরু হবে। এইসব কাজে আনুমানিক খরচ হবে ১,৯৪, ৫০০ টাকা। জানা গেল, শিরাকোল শেরপুর অঞ্চলের মাতালের ঠেশ থেকে টোল পর্যন্ত রাস্তাটিরও উন্নতি সাধন করা হবে। এই রাস্তাটির কাজে খরচ হবে ১,৩২,৬২০ টাকা। উত্তি নিশাপুর অঞ্চলের দেউলা থেকে টেকপালা সড়কটির উন্নয়নকল্পে ব্যয় হবে ৮১,৪৪০ টাকা দেউলা থেকে দক্ষিণ কৃষ্ণপুর রাস্তাটির উন্নতির জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৯,২২৫ টাকা। তাছাড়া ইয়ারপুর রঙ্গিলাবাদ অঞ্চলের নীলকুটি থেকে গড়খালি সড়কটি পাকা করার জন্য খরচ করা হবে ১,৩০,০০০ টাকা।

৯ম বর্ষ, ০২ আগষ্ট ১৯৭৫, শনিবার, ৩৫ সংখ্যা

দৈত্যাকার কুমির উদ্ধার

অরিজিৎ মণ্ডল : দক্ষিণ ২৪ পরগণা কুলপি বিধানসভার অন্তর্গত রামকিশোর পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশে এক ব্যক্তির পুকুরে ২৯ জুলাই বিকেলে দৈত্যাকার কুমির দেখতে পায় গৃহকর্তী। এরপর তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় কুলপি থানাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কুলপি থানার পুলিশ ও উস্তি বনদপ্তরের কর্মীরা। এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় বন কর্মীরা প্রায় ৪ ঘণ্টার ধরে কুমিরটিকে ধরার জন্য চেষ্টা চালানো হলেও সেই চেষ্টা বিফলে যায়। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে সকালের অপেক্ষায় বন কর্মীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। বনকর্মীরা চলে যাওয়ার পর বেশ কয়েক বার কুমিরটি পুকুরের পাড়ে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছে। আতঙ্কে পরিবারের সদস্যরা পুকুর পাহারা দিচ্ছে। এই বিষয়ে বনবিভাগের ডিএফও নিশা গোস্বামী বলেন, 'কুলপি থানার রামকিশোরপুর এলাকায় এক ব্যক্তির উপরে কুমির দেখা যায়। এরপর এলাকাবাসীরা বনদপ্তরকে খবর পাঠায়। খবর পেয়ে উস্তি বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং পুকুরটিকে জাল দিয়ে বেশ কয়েক বার কুমিরটিকে ধরার চেষ্টা করলেও কুমিরটি পালিয়ে যায়। বুধবার সকালে উস্তি ও রামগঙ্গা বন বিভাগের যৌথ অভিযানে কুমিরটি ধরার চেষ্টা চালানো হবে। তবে পরবর্তী সময়ে বনদপ্তরের কর্মীরা আবারো প্রচেষ্টা চালিয়ে অবশেষে কুমিরটিকে জাল বন্দী করে ফলে স্বস্তিতে এলাকার বাসিন্দারা।'

পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮ জুলাই দুপুরে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালের আউটডোরে লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে শুরু হয় গন্ডগোল। এই সময়ে লাইন নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে রোগীর পরিবারদের সঙ্গে হাসপাতালে কর্মরত সিভিক ভলেন্টিয়ারদের সাথে বচসা ও গণ্ডগোল শুরু হয়। এরপরে উত্তেজিত জনতার হামলার শিকার হয় পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়াররা। দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতিতে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় হাসপাতাল চত্বর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে জয়নগর থানার আইসি পার্থসারথি পাল সহ পুলিশের বিশাল টিম। ঘটনাস্থল থেকে গন্ডগোলে যুক্ত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েক জনকে আটক করে জয়নগর থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পুলিশের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

পুরানো সেতু ভেঙে নতুন লালপোল ব্রিজ

অরিজিৎ মণ্ডল : দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবারবাসীর বহু প্রতীক্ষিত লালপোল ব্রীজ অবশেষে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম থেকে ভার্চুয়ালি এই ৮০ মিটার দীর্ঘ ও ৭.৫ মিটার প্রস্থের ব্রীজটির উদ্বোধন করেন। প্রায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে পূর্ত দপ্তরের সহযোগিতায় তৈরি এই সেতুটি ডায়মন্ড হারবারের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক। মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের পর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা

শাসক সুমিত গুপ্তা উপস্থিত থেকে ব্রীজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার, মহকুমাশাসক অঞ্জন ঘোষ, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল), এসডিপিও, পূর্ত দপ্তরের উর্ধ্বতন আধিকারিকরা এবং এলাকার বিশিষ্টজনেরা।

বিএলসি নিয়ে মৎস্যজীবিদের বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং: সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে মাছ, কাঁকড়া ধরে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন হাজার হাজার মৎস্যজীবি। বর্তমানে চরমতম সমস্যায় রয়েছেন তারা। অভিযোগ, জঙ্গলে নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরার জন্য বৈধ অনুমতিপত্র কিংবা বিএলসি দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি বিগতদিনে এমন কঠিন সমস্যার সমাধান নিয়ে অরণ্য ভবনে বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা ও বনদপ্তরের আধিকারীকদের সাথে বৈঠক করেছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা, ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস, সুন্দরবন মৎস্যজীবি রক্ষা কমিটির ক্যানিং মহকুমার সম্পাদক শম্ভু সাহা সহ অন্যান্যরা। কিন্তু সেই বৈঠকের পরেও কোন লাভ হয়নি। সমস্যা সেই তিমীরেই রয়েই গিয়েছে।

অভিযোগ, যে সমস্ত মৎস্যজীবীরা অনুমতি নিয়ে মাছ ধরতে সুন্দরবনের জঙ্গল সংলগ্ন নদী বা খাঁড়িতে যান, তাঁদেরকে নৌকাতে উপস্থিত থাকতে হবে। যাদের নামে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে তাদেরকেই। শুধু তাই নয়, বহু মৎস্যজীবী নিহত হওয়ার পর তাঁদের স্ত্রী'রাই সেই বিএলসি বা মাছ ধরার বৈধ অনুমতি ভাড়া দিয়ে জীবিকা সংগ্রহ করে থাকেন। বনদপ্তরের এই নির্দেশিকার ফলে সমস্যায় পড়েছেন তারাও। আর এর ফলে নতুন বছরে মাছ ধরা বন্ধ রেখেছেন সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরা মৎস্যজীবী নৌকাগুলি। ৩১ জুলাই সকালে ঝড়খালি, ক্যানিং, মৌখালী, বাসন্তী, গোসাবা ও কুলতলী সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে মৎস্যজীবীরা উপস্থিত হন ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে। সেখান থেকে মিছিল করে গণ ডেপুটেশনে অংশ নেন। ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন জমা দেন তাঁরা।

এ বিষয়ে ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফে জানানো হয়েছে, বেশ কিছু মৎস্যজীবী আছেন যাদের নামে বিএলসি থাকলেও তাঁরা আদৌ কোনদিন জঙ্গলে উপস্থিত থাকেন না। শুধুমাত্র বিএলসি ভাড়া দিয়ে থাকেন। আর সেই কারণেই তৈরি হয়েছে সমস্যা। আমরা চাই প্রকৃত মৎস্যজীবীরাই বিএলসি নিয়ে জঙ্গলে যাক মাছ কাঁকড়া সংগ্রহ করতে। এদিন অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা মৎস্যজীবি রক্ষা কমিটির সম্পাদক শম্ভু সাহা,সুন্দরবন মৎস্যজীবি যৌথ সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক গোবিন্দ দাস, অজয় কয়াল, বিশ্বনাথ সাহা, আয়ুব শেখ সহ অন্যান্যরা।

সমুদ্রে মাছ ধরতে হলে লাগবে সচিত্র পরিচয়পত্র

রবীন দাস : গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে সচিত্র পরিচয়পত্র। মরশুম শুরু হওয়ার আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব মৎস্যজীবীদের সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বহু মৎস্যজীবী সেই নির্দেশ মেনে চলছেন না। যে কারণে সমস্যায় পড়েছেন উপকূলরক্ষী বাহিনী। বিশেষত আন্তর্জাতিক জলসীমানার কাছাকাছি ট্রলারগুলিতে থাকা মৎস্যজীবীদের পরিচিতি জানার সময় তাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, বহু ভারতীয় ট্রলারের ৪–৫ জন মৎস্যজীবীর কাছে কোনও পরিচয়পত্র থাকে না। তখনই উপকূল রক্ষী বাহিনীরা সমস্যায় পড়ে যান। তাঁরা এই বিষয়টি মৎস্যদপ্তরকে জানিয়েছিল। এরপরই মৎস্যদপ্তর উপকূল রক্ষী বাহিনীর উপস্থিতিতে মৎস্যজীবী সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করে। সহ– মৎস্য অধিকর্তা সুরজিৎ বাগ বলেন, 'বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে মৎস্যজীবী সংগঠনগুলিকে এদিন সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়াও এই বিষয়গুলি নিয়ে প্রতিটি মৎস্যবন্দরে মৎস্যজীবীদের সতর্ক করতে মাইকিং করা হবে।'

হেরিটেজ ভবনে কিউআর কোড

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনে এপর্যন্ত কত গুলি 'হেরিটেজ গ্রেড–১ ভবন রয়েছে? এই ভবনগুলির ওপর কলকাতা পৌরসংস্থার কী কোনও নজরদারি থাকে? যদি সঠিক নজরদারি না থাকে, তাহলে প্রমোটিংয়ের থাবা বসলে তা কার ওপর বর্তাবে? এই হেরিটেজ ভবনগুলিকে নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা কী কোনও গাইড বই তৈরি করতে পারে, যেটা পর্যটকদের কাছে কলকাতা শহরের প্রতি আকর্ষণ অনেকটা বাড়াবে?

মধ্য কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র এই প্রশ্নের উত্তরের পৌর হেরিটেজ দপ্তরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার হেরিটেজ স্থাপত্য অনুযায়ী ৭১৭টি হেরিটেজ গ্রেড–১ ভবন বা নির্মাণ রয়েছে। কলকাতায় বিভিন্ন গ্রেডের প্রায় ১,৩৯২টি ভবনকে হেরিটেজ ভবনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং এই ভবনগুলির ওপর নজরদারিও রয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দপ্তর এই ভবনগুলির ওপর নজরদারি রাখে। যদি কোনও সময় এই বাড়িগুলির ওপর কোনও কাজ করতে আসে, তবে হেরিটেজ কনজারভেশন কমিটির অনুমতি নিয়ে কাজ করতে হবে। আর আপত্তিকর কিছু হলে, তবে এই কমিটি থেকে নোটিশ জারি করে কাজ বন্ধ করা হয় এবং প্রতিটি হেরিটেজ ভবন সংক্রান্ত বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়েব

সাইটে আপলোড করা রয়েছে। এই দপ্তর ইতিমধ্যেই গ্রেড–১ হেরিটেজ ভবনের সামনে 'নীল ফলক(ব্লু প্যাক) লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।এতে কলকাতাবাসী কলকাতাস্থিত ঐতিহ্যশালী ভবনগুলি সম্পর্কে সচেতন হবে। এবং হেরিটেজ ভবনের সামনে একটি কিউআর কোড লাগানো হবে। তাহলে পর্যটকরা তা স্ক্যান করে, এই ভবনটির সামগ্রিক ইতিহাস পর্যটকরা জানতে পারবে। কলকাতার ইতিহাস সম্পর্কে দ্রুত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবহিত হতে পারবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং, বিধানসভা ভবন, কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবন গ্রেড–১ হেরিটেজ ভবনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। এই তিনটি ভবনের ১ নম্বর গেটে কিউআর কোড বসানোর কাজ চলছে। এই কিউআর কোড স্ক্যান করলেই এই ঐতিহ্যশালী ভবন কবে নির্মাণ হয়েছিল? কোন ধরনের স্থাপত্য রীতি মেনে তৈরি হয়েছিল। স্থপতি কে ছিলেন। এইসব তথ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে জানা যাবে। কলকাতা হাইকোর্ট 'গথিক(জার্মান রীতি) স্থাপত্যরীতির প্রথম নিদর্শন। হাইকোর্ট সংলগ্ন টাউন হল(স্থাপিত: ১৮১৩) 'ডোরিক(রোমান রীতি) স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত। স্থপতি ছিলেন জন গার্স্টিন। রাইটার্স বিল্ডিং 'নিও ক্লাসিক্যাল স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত। বাগবাজারের বসু বাটি হিন্দু রিভাইভেল স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত।

কলকাতা পোর্টকে কেএমসি'র চিঠি

বরুণ মণ্ডল

চার থেকে ছ'টা ড্রাই–ডে পাওয়া গেলেই কলকাতা পৌর এলাকার খানাখন্দে ভরা সমস্ত রাস্তা কলকাতা পৌরসংস্থা মেরামত করবে। কিন্তু কলকাতা পৌর এলাকার মধ্যে থাকা কলকাতা বন্দর এলাকার রাস্তা ও নিকাশীনালাগুলি বছরের পর বছর মেরামত হচ্ছে না। বি বি হল রোড(ওয়ার্ড ৮০) এবং কোল বার্থ রোডের আশেপাশের নিকাশী ব্যবস্থাপনা শীঘ্রই সারাই করা, সোনাইডিঙি এরিয়ার ড্রেনেজ সিস্টেম পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। বন্দর এলাকার বাসিন্দাদের দুর্ভোগের শেষ নেই। ক্ষোভ জানাচ্ছে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিদের। এ সমস্যার সমাধান মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশে কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্ট কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে চিঠি দিলেন কলকাতা পৌরসংস্থার মহাধ্যক্ষ ধবল জৈন। ২৫ জুলাই মহানাগরিক জানিয়েছেন, অনেকদিন যাবৎ বন্দর কর্তৃপক্ষকে রাস্তা ও ড্রেন মেরামতের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, কিন্তু কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই এবার গুরুত্বপূর্ণ ১২টি রাস্তা মেরামত ও পুনঃস্থাপনের জন্য চিঠি দিলেন। রাস্তাগুলি হল কোল বার্থ রোড, সোনারপুর রোড (ওয়ার্ড ৮০), সোনাই রোড (ওয়ার্ড ৮০), হাই রোড (ওয়ার্ড ৭৯ ও ৮০), তারাতলা রোড (ওয়ার্ড ৮০), গার্ডেনরিচ সার্কুলার রোড (সুভাষ ভবন থেকে ৯ নম্বর গেট পর্যন্ত), তারাতলা ট্রান্সপোর্ট ডিপোট রোড (ওয়ার্ড ৭৯ ও ৮০), হোবুক্যান রোড (ওল্ড গোরাগাচা রোড, ওয়ার্ড ৭৯ ও ৮০), হেলেন কেলার রোড (ওয়ার্ড ৭৯), সিজিআর এবং তারাতলা সংযোগকারী রাস্তা, ডক ইস্টার্ন বাউন্ডারি রোড (ওয়ার্ড ৭৯) এবং রিমাউন্ড রোড (ওয়ার্ড ৭৯) সংযোগকারী রাস্তাগুলি। এই রাস্তাগুলিতে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে বলে রাস্তাগুলির অবস্থা আরও খারাপ অবস্থায় রয়েছে। ড্রেনেজ সিস্টেম গোটা পোর্ট এলাকায় নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা বন্দর এলাকায় ছোটো–বড়ো মিলিয়ে মোট ৩২টি রাস্তা আছে। বর্ষার পর রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু হবে।

নয়া বিজ্ঞাপন নীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকাস্থিত একাধিক রাজপথ বিজ্ঞাপন মুক্ত হবে। কলকাতা পৌরসংস্থার নতুন বিজ্ঞাপন নীতিতে এমনই সিদ্ধান্ত হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার নয়া এই বিজ্ঞাপন নীতি ইতিমধ্যে রাজ্য বিধানসভা হয়ে রাজ্য সরকারের অনুমোদন পেয়েছে। সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে কলকাতার কোন কোন রাস্তা হোর্ডিং মুক্ত হবে? প্রথম ধাপে পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট ও শেক্সপিয়রের সরণি বিজ্ঞাপন মুক্ত হবে। হেরিটেজ বিল্ডিং, রাইটার্স বিল্ডিং, বি বা দী বাগ এবং ধর্মতলা(এসপ্ল্যানেড) চত্বর বিজ্ঞাপন মুক্ত এলাকা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়াও কলকাতা পৌর এলাকার রাস্তার ল্যাম্প পোস্ট ও ট্রাফিক সিগন্যাল পোস্টে বিজ্ঞাপন টাঙানো বেআইনি। সরকারি ভবনে কোনও ধরনের প্রচার বা সরকারি–বেসরকারি বিজ্ঞাপন টাঙানোও সম্পূর্ণ রূপে বেআইনি। কলকাতার নয়া বিজ্ঞাপন নীতিতে রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি শহরের সৌন্দর্যায়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র এলইডি হোর্ডিং ব্যবহার করা হবে।

রক্সিতে অডিটোরিয়াম

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১২৭ বছরের পুরনো রক্সি সিনেমা হলের অভ্যন্তরে ক্রেডাই কলকাতা সংস্কারের কাজ করবে। কলকাতা পৌরসংস্থার সঙ্গে নির্মাণকারী সংস্থা ক্রেডাই বেঙ্গলে'র সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঐতিহ্যশালী ভবন হিসাবে চিহ্নিত রক্সি সিনেমা হলের অভ্যন্তরীণ অংশ সংস্কার করা হবে। তবে তা নিজস্ব পুরাতন আদল বজায় রেখেই সংস্কার হবে। বাইরের অংশের সংস্কার হয়ে গিয়েছে। রক্সি সিনেমা হলের সংস্কার করে তা পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে এনে, এখানে একটা অডিটোরিয়াম তৈরি করা হবে।

জি আর পি লাইনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড ও তার সংলগ্ন ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৯ ও ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের ভূগর্ভস্থ নিকাশির অবস্থা খুবই খারাপ। এছাড়াও নানাবিধ কারণে ব্রিক সুয়ারেজ দিয়ে যতো পরিমাণ আবর্জনা যাওয়া উচিত,ততো পরিমাণে আবর্জনা যাচ্ছে না। এছাড়াও সিল্টিংয়ের ফলে ব্রিক সিউয়ারেজের বহন ক্ষমতা কমে গিয়েছে। এসব কারণে ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও সমস্যায় পড়ছেন। মধ্য কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র প্রস্তাব, এইসব সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই উপায় জি আর পি লাইনিং (গ্লাস রিইনফোর্সড প্লাস্টিক), তা অবিলম্বে শুরু করা প্রয়োজন। এই কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য মহানাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের শতাব্দী প্রাচীন ব্রিক সুয়ারেজের সংস্কারের কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। শীঘ্রই ওয়ার্ক অর্ডার করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের সমীক্ষায় সমস্যা ধরা পড়েছে। তবে চলতি বর্ষার পরে মূল কাজটি শুরু হবে। এবং সম্পূর্ণ কাজটি করতে দু'বছর সময় লাগবে।

বার্তা

বিভীষিকা: অবিরাম বৃষ্টিতে কার্যত বিভীষিকাময় পরিস্থিতি উত্তরবঙ্গে। বেড়েছে তিস্তার জলস্তর। জল উঠে গিয়েছে কালিংপঙ–দার্জিলিং সংযোগকারী রাস্তায়। ব্যহত জনজীবন বিপাকে স্থানীয়।

ধরপাকড় : নিউমার্কেটে চলছে বেআইনি হকারদের ধরপাকড়। নিয়মমাফিক করতে হবে ব্যবসা, হুশিয়ারি প্রশাসনের। **ছবি : সুমন সরদার**

বিকশিত ভারত : মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে ভারতের বৈদেশিক নীতি: পরিবর্তনশীল বিশ্বে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বণিকসভার সভাপতি অমিত সারাউগি। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইএফএস সেক্রেটারি দাম্বু রবি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির মূলচালিকাশক্তি বৃদ্ধি করতে উৎপাদন খাতকে প্রসারিত করা জরুরি। ভারতের নিজস্ব সাপ্লাই চেন সহ রপ্তানিমুখী নীতি গঠন করতে রাজ্যগুলির হস্তক্ষেপ ও সহায়তার দরকার।

সচেতনতা : ফ্যাটি লিভার ডিজিজ ভারতের ৩০–৪০ শতাংশ জনজীবনকে প্রবাহিত করছে। খারাপ খাদ্যাভাস শারিরিক অনুশীলনের অভাব এবং বদভ্যাসের কারণে বিপদ ডেকে আনছে। এবিষয়ে সুরক্ষা ডায়াগনাস্টিকস বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

রবীন্দ্র সরোবরে ড্রেজিংয়ের পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার ফুসফুস হিসাবে পরিচিত রবীন্দ্র সরোবরের তলদেশে প্রতি বছরে গড়ে ৮.৩ সেন্টিমিটার করে পলি জমছে। রবীন্দ্র সরোবরের গভীরতা হওয়ার কথা ২০ ফুট। সাম্প্রতিক এই পলি জমায় রবীন্দ্র সরোবরের গভীরতা কিছুটা হলেও কমেছে। দক্ষিণ এই ৭৩ একরের কৃত্রিম জলাশয়কে কেন্দ্র করে শীতকালে অসংখ্য পরিযায়ী পাখি আসে। কিন্তু সেই জলাশয়ের চারধারে আগে পলি জমেছে। গত তিন বছরে ২৮ শতাংশ পলি জমেছে। তবে উত্তরদিকে বেশি পলি জমেছে। আর এই পলির জন্য সামান্য বৃষ্টিতেই জল উপচে ডাঙায় উঠছে। কিন্তু জলাশয়ের অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রাণী থেকে গাছগাছালির ক্ষতির আশঙ্কায় সেই পলি পরিষ্কার হয়নি। ফলে এখন সরোবরের গভীরতা কমতে শুরু করেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ২০২২–২৫ অর্থবর্ষে এই জাতীয় সরোবরের স্বীকৃতি পাওয়া প্রায় ৭৩ একর(২২০.৮২৫ বিঘা) ক্ষেত্রমান যুক্ত রবীন্দ্র সরোবরের জলাশয় সমীক্ষা করে, কলকাতা নগরোন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে ২০ পাতার সমীক্ষাপত্রে বলা হয়েছে, সরোবরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ইকো ফ্রেন্ডলি ড্রেজিং করতে হবে। কেএমডিএ'র বক্তব্য, জাতীয় সবুজ ট্রাইব্যুনালের গাইডলাইন মেনেই ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন ও জু প্ল্যাঙ্কটনসহ জৈব বৈচিত্র রক্ষা করে সরোবরের সংস্কার করা হবে।

মেরা ইয়ুবা ভারতের প্রকল্প পরিচয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের ক্রীড়া ও যুব দপ্তরের অধীনস্থ মেয়েরা ইয়ুবা ভারত দক্ষিণ কলকাতার পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি তুলে ধরা হল সকলের মাঝে। কিভাবে প্রকল্পগুলি নেওয়া যেতে পারে এবং কবে থেকে এই আওতায় যাওয়া যেতে পারে এছাড়াও কিভাবে অনলাইনের মাধ্যমে তা সম্ভব তা তুলে ধরা হল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে চেতলার হিন্দ সংঘ। সঙ্গে ছিল কলকাতা আরিয়া ইউনাইটেড স্কোয়াড। বক্তব্য রাখেন স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষিত মৈনাক ইন্দু, সাংবাদিক প্রীতম দাস, সাংবাদিক প্রিয়ম গুহ, শেখ সেলিম, শুভম দে, কৃষ্ণেন্দু দত্ত সন্দীপ মাহাতো এবং এনওয়াইভি বাপন মণ্ডল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুবেদার সুবীর ভাদুড়ী। এদিন খেলো ইন্ডিয়া, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, বিশ্বকর্মা প্রকল্প, স্বচ্ছ ভারত সহ আরো প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রত্যেক বাজারের ফায়ার অডিট হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মূল কলকাতা শহরটি বর্তমানে একটি জতুগৃহে পরিণত হয়েছে। পৌরসংস্থার ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সজল ঘোষের প্রস্তাব মূল কলকাতার প্রতি ওয়ার্ডে সম্ভব না হলেও যেসব ওয়ার্ডে সম্ভব সেসব ওয়ার্ডে কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা হিসেবে গঙ্গানদীর জলকে ব্যবহার করে 'ফায়ার ফাইটিং' পয়েন্ট গড়ে তোলার ব্যবস্থা হোক। দমকল বাহিনী পৌঁছনোর আগেই অন্তত প্রাথমিক স্তরে অগ্নিকান্ড আটকানোর ব্যবস্থা হোক। যে অগ্নিকাণ্ড প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে কলকাতা শহরে সেটা অন্তত আটকানো যাবে। যদি না পিছনে অন্য কোনও কোম্পানির ষড়যন্ত্র থাকে। এবিষয়ে মহানাগরিক বলেন, 'কলকাতায় মার্কেট পুড়ে গেলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় কলকাতা পৌরসংস্থার। কারণ ব্যবসায়ীদের জন্য আগে একটি অস্থায়ী বাজারের কাঠামো তৈরি করে দিতে হয়। তারপর আবার পুরনো বাজার স্থলে নতুন বাজার ভবন তৈরি করে দিতে হয়। তাতে কলকাতা পৌরসংস্থার কোষাগার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা বেড়িয়ে যায়। ফলে এখানে রাজনীতির

কোনও স্থান নেই। পুড়ে যাওয়া পুরনো বাজার স্থলে আবার নতুন পরিকল্পিত বাজার তৈরি হবে। অস্থায়ীভাবে বাজারটা অন্যত্র তৈরি হতে পারে।' তিনি আরও বলেন, 'তবে হ্যাঁ, ঠিক। সারা কলকাতায় অনেকগুলি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। বড়োবড়ো জায়গায় আগুন লাগছে। কিন্তু সজলবাবু আপনি যে 'আন–ট্রিটেট ওয়াটারে'র যে হাইড্রেন তা আজ থেকে ৩৫–৪০ বছর আগে কলকাতায় রাস্তার ধারে ছিল। যে জলটা রাস্তা ধোয়ার কাজে ব্যবহার করা হত। কিন্তু যতো দিন গেছে সেই পাইপগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ওইটি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাইপের ভিতরে গঙ্গা মাটি জমা হয়ে যাচ্ছে। আর রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করে পাইপের সেই পলি পরিষ্কার করতে গিয়ে বিরাট ব্যয় সাপেক্ষ। তবে ওয়াটগঞ্জ, মল্লিকঘাট এমন কিছু কিছু জায়গায় এখনও চলছে। আর এই অরফ্যানগঞ্জ বাজারের মধ্যে ফায়ার ফাইটিংয়ের জন্য নিকাশি দপ্তর একটি ডিপ টিউবয়েল তৈরি করে দিয়েছে। কিন্তু আগুন লাগার সময় আগুনের ওই অগ্নিশিখার তাপে ডিপ টিউবয়েলের কাছে পৌঁছানো যায়নি। এবার প্রত্যেক মার্কেটে ফায়ার অডিট করা হচ্ছে। ফায়ার ব্রিগেড বলে দিক এই মার্কেটের অগ্নিনির্বাপণে কী কী করতে লাগবে। কলকাতা পৌরসংস্থা তার ব্যবস্থা করে দেবে।'

জেমস্ লং–এর সৌন্দর্যায়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'তাঁর ওয়ার্ডের অন্তর্গত জেমস্ লঙ সরণির ভূপেন রায় রোড ক্রসিং থেকে রাজা রামমোহন রায় রোড ক্রসিং পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার অংশের দুই ধারে প্রায় ২০টি সুপ্রতিষ্ঠিত রেস্টুরেন্ট, ৩টি শপিং মল, ২টি সুপ্রতিষ্ঠিত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং পূর্ব রেলের একটি ইন্ডোর স্টেডিয়াম রয়েছে। এই অঞ্চল বর্তমানে কলকাতার খাদ্যবিলাসী মানুষদের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান জেমস্ লঙ সরণির এই এক কিলোমিটার অংশটিতে রাস্তার দুইধারে ফুটপাথে কোনও রেলিং নেই এবং রাস্তার এই অংশের ফুটপাথে আলোকায়নের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।' তিনি প্রস্তাব রাখেন, একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে বেহালার জেমস্ লং সরণির দুইধারের ফুটপাথের উন্নয়ন, ফুটপাথ ও রাস্তার মধ্যে রেলিংয়ের ব্যবস্থা করা, রাস্তার দুইধারে আলোকায়নের ব্যবস্থা করা, জনসাধারণের জন্য সুলভ শৌচাগার স্থাপন করা, পরিকল্পিত পার্কিংয়ের মাধ্যমে এই অঞ্চলটিকে অন্যতম আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত করার জন্য অনুরোধ জানাই।

এবিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আগামী শারদোৎসব আগে কমবেশি সাড়ে ৭ কিলোমিটারের জেমস লঙ সরণির ফুটপাথ সারানোর ব্যবস্থা করা হবে। এখানকার ফুটপাথ অধিকাংশ জায়গায় খুবই সংকীর্ণ। এই অংশ বিভিন্ন সামগ্রীর দোকান–রেস্টুরেন্ট–শপিংমল আছে। তাই সমগ্র বিষয়টি বিচারবিবেচনা করে, বড়ো রাস্তায় কার–পার্কিং ছাড়াও আলোকায়নের ব্যবস্থা করা হবে। তাই কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক গার্ডের সঙ্গে কথা বলে জয়েন্ট ইন্সপেকশন করে কলকাতা পৌরসংস্থা শীঘ্রই এখানকার সমস্যা নিরসন করবে।

অরুণোদয়ের অরুণাচলে

শর্মিষ্ঠা সাহা

প্রাত্যহিকতার অঙ্গঁ একঘেঁয়েমি কাটিয়ে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে অবগহনের জন্য মাঝে মধ্যেই বেড়িয়ে পড়ি। এবার ঠিক করলাম অরুণাচল যাব। অরুণ–অচল অর্থাৎ প্রথম সূর্যোদয় হয় ভারতের উত্তর–পূর্বের এই প্রদেশটিতে।

অরুণাচলের উত্তর–পূর্বের ওয়ালং জেলার ডং ভ্যালিতে ভারতের প্রথম সূর্য রশ্মি পড়ে রাত ২ টো থেকে ২ টো ৩০ এর মধ্যে। তবে আমরা গিয়েছিলাম পশ্চিম অরুণাচলের তাওআং এ। গুয়াহাটি পৌঁছে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু পেরিয়ে ভালুংপং হয়ে দিরাং–এ রাত্রিবাস। পরদিন যাত্রা তাওয়াংয়ের উদ্দেশ্যে। পূর্ব হিমালয়ের ঘন জঙ্গল যা হিমালয়ের অন্য বনাঞ্চল থেকে অনেক গভীর। এক এক জায়গায় সূর্যের আলোও পৌঁছায় না, এই জঙ্গলের গভীরতা ভেদ করে। তাওয়াং পৌঁছলাম সন্ধের মুখে মুখে। অরুণাচল প্রদেশের শতকরা ৯৫ ভাগই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ছোট–বড় মনেস্ট্রি আছে। পরদিন শহরের দর্শনীয় স্থান তাওয়াং মনেস্ট্রি, বুদ্ধপার্ক, ওয়ার–মেমোরিয়াল, দেখতে গেলাম। তাওয়াং মনেস্ট্রি শতাব্দী প্রাচীন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মনেস্ট্রি কারুকার্যের সৌন্দর্যে বিমোহিত আমরা। তাওয়াং বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের পবিত্র স্থান কারণ ষষ্ঠ দলাই লামার জন্মস্থান এটি। পরদিন আমরা গেলাম বুমলা–পাস।

চীন–ভারত সীমান্ত অঞ্চল ১৫,২০০ ফুট উচ্চতায়। সেনা বাহিনীর কড়া প্রহরা চলছে সর্বত্র। তারপর গেলাম সাংগেস্টার লেক–এ। সুবিশাল লেক চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। কুয়াশাবৃত পরিবেশে সেই জলরাশিতে এক মাধুর্য বিরাজমান। অরুণাচল প্রদেশের ২৬ টি জেলায় আলাদা উপজাতি, এদের ভাষাও নাকি আলাদা, তবে মানসা উপজাতির বেশিরভাগ লোকই মেষ পালক। ১৯৬২ সালে ভারত–চীন যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাদের অবদানের স্মৃতিতে গড়ে উঠেছে 'ওয়ার মেমোরিয়াল।' পরদিনের গন্তব্য জেমিথং–এ। ভারতের এখানে একটি সুবিশাল 'বৌদ্ধ স্তুপ' আছে। পৃথিবীর বৃহত্তম তিনটি বৌদ্ধ স্তুপের এটি একটি, আর একটি তিব্বতে অপরটি ভুটানে। স্তুপের সামনে বিশাল প্রাঙ্গন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়।

তারপর গেলাম 'কিনজামানে' তে। এক গা ছমছমে পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। ছোট পাহাড়ী খরস্রোতা নদীর উপর সেতু পেরিয়ে ওপারে সেনা ক্যাম্প। সেনা বাহিনীর একজনের কাছে গল্প শুনলাম বৌদ্ধ ধর্মগুরু ১৪ তম দলাইলামা ১৯৫৯ সালের ১৭ মার্চ যখন তিব্বত থেকে পালিয়ে চীন হয়ে এইপথেই ভারতে এসেছিলেন কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে। তিনি এখানে এসে তার হাতের লাঠি একটা পাথরে রেখেছিলেন। আজ তা এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বৌদ্ধরা মনে করে পাথরে যদি মহীরুহ হয় তবে কঠিন পরিস্থিতি থেকেও জীবনে জয় হয়। সেনা বাহিনীর তত্ত্বাবধনে জায়গাটি সংরক্ষিত। বৌদ্ধদের কাছে এটি পবিত্র স্থান বটে কিন্তু দুর্গমতার কারণে তা বিপুল চরণচিহ্ন থেকে বিরত। ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বি.টি.কে ওয়াটার ফলস্। মেঘমন্দ্রত পরিবেশে প্রবল নয়নাভিরাম জলাধারা যেন মনের কোণে ঝংকার তোলে। বর্ষার অরুণাচলের রূপেই আলাদা তার রূপমোহিনী জলপ্রপাতের সৌজন্যে।

ভারত–ভুটান সীমান্তের লুমলা পাস গেলাম পরদিন। অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশে, পথপার্শ্বের নাম না জানা ফুলরাশি আপ্লুত করে। কিশোরীর চপলতায় বয়ে চলেছে 'জিয়ান–নামচু' নদী। গহণ অরণ্য চাপলা ঝর্ণা, মোহময়ী মেঘরাশি সব মিলিয়ে অরুণাচল এক স্বাচ্ছন্দ্য মননের ব্যাপ্তি প্রকাশ করে। প্রকৃতি–প্রেমিকদের কাছে হাতছানি তো বটেই।

সুবিশাল রাজ্য অরুণাচল এখনও পর্যটকদের অধরা। অরুণাচলের অন্যান্য প্রদেশ ঘন বনাবৃত, তবে কিছু কিছু আনিনি, মেচুকা, আনজাত, দিবাং কিছুটা পরিচিতি পেলেও বাকি জেলাগুলো পর্যটন বান্ধব হয়ে উঠতে পারেনি এখনও।

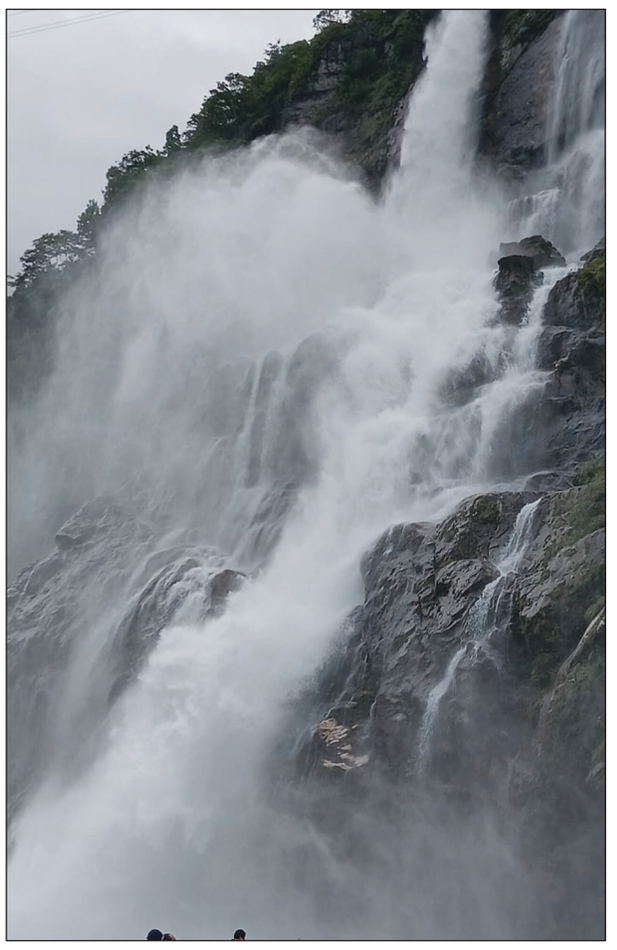

ফালাকাটায় হেঁটেই নদী পারাপারে স্বচ্ছন্দ বাসিন্দারা

দেবাশিস রায় : লাগাতার বর্ষণে যখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নদীনালার জল উপচে বিস্তীর্ণ এলাকার মাঠঘাট পথপ্রান্তর কার্যত ভেসে যাচ্ছে তখন বিপরীতধর্মী চিত্রটা ধরা পড়ল উত্তরবঙ্গের ফালাকাটা সহ সন্নিহিত এলাকায়। দফায় দফায় প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে উত্তরবঙ্গের তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা, মূর্তি, ফুলহর, আত্রেয়ী, টাঙন প্রভৃতি নদীতে যখন প্রতিনিয়ত জলস্ফীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের দেখা নেই আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায়। এমনকি, ফালাকাটা ব্লকের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ভূতকুরা নদীতে(তোর্সা নদীর একটি শাখা) এখনও পর্যন্ত হাঁটুসমান জল বয়ে চলেছে। সেই নদী হেঁটেই পার হয়ে চলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। ভূতকুরা নদীটি জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের একপ্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে বিভিন্ন এলাকার ওপর দিয়ে প্রায় ২৫ কিমি প্রবাহিত হয়ে পুনরায় জলদাপাড়া অভয়ারণ্যেরই অপরপ্রান্তে তোর্সা নদীতে গিয়ে মিশেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার সদর শহর, ফালাকাটা, কুমারগঞ্জ, দলগাঁও, জয়গাঁও, কুঞ্জনগর সহ ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকায় পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাবে জমিতে ধানচারা রোপণ সহ নানাবিধ কৃষিকাজ ব্যাহত হচ্ছে। ডুয়ার্সের ফালাকাটার কুঞ্জনগরের অদূরে জলদাপাড়া অভয়ারণ্য। ফালাকাটা ব্লকের প্রত্যন্ত কুঞ্জনগর ডুয়ার্সের অন্যতম উঁচু এলাকা। ভূতকুরা নদীর পাড়ে বিভিন্ন জায়গায় সাদা নুড়িপাথরের স্তুপীকৃত দৃশ্য আর তিরতির করে বয়ে যাওয়া নদীর জলস্রোত প্রকৃতিপ্রেমীদের মুগ্ধ করে দিতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রায় সকলেই শ্রমজীবী এবং জনজাতি অধ্যূষিত। কুঞ্জনগরে ভূতকুরা নদীর পাড়েই উঁচু জায়গায় বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে একটি শূকরপালন কেন্দ্র। এইসময় প্রবল বর্ষায় পাহাড়ি নদী তোর্সা ফুঁসে উঠতেই বিভিন্ন জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু, সেই উন্মত্ত তোর্সার জলস্রোতের দাপট এখানে দেখা যায় না। ভূমির উচ্চতার কারণেই তোর্সা নদীর জল ভূতকুরা নদীতে প্রবেশ করতে পারে খুব অল্পস্বল্পই। বৃহস্পতিবারও এখানে বৃষ্টিপাতের সেরকম দেখা মেলেনি। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই এখানকার এই নদীর জলও বয়ে চলেছে। সাধারণ মানুষজন সবই স্বচ্ছন্দে হাঁটুজলে নদী পারাপার করছেন। তবে, বহুবছর সেই বিপর্যয়ের কবলে পড়তে হয়নি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

সাইবার ক্রাইম ও তার প্রতিকার

সাইবার ক্রাইমে জেরবার ভারতের সাধারণ মানুষ। দেশে এতো আইন থাকতে কীভাবে এই প্রতারক, জালিয়াতদের পক্ষে এই কাজ সম্ভব হচ্ছে? এর কারণ কি ভুক্তভুগিদের অজ্ঞতা, পুলিশের ব্যর্থতা, নাকি ভারতের বিচার ব্যবস্থা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মানুষের সচেতনতার স্বার্থে আলিপুরবার্তা সম্পাদকের অনুরোধে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য বহুদিন পরে আবার তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও নানা সূত্রে পাওয়া তথ্য নিয়ে পাঠকদের জন্য কলম ধরলেন।

ডিজিটাল অ্যারেস্ট, সার্চিং ও নগ্ন করার খেলা

মেয়েটির বয়স চব্বিশ। ভালো কর্পোরেট অফিসে চাকরির সূত্রে থাকেন মুম্বাই এর আন্ধেরি এলাকায়। তাকে হঠাৎ ফোন করে মুম্বাই পুলিশের পরিচয় দিয়ে জানানো হয়, তিনি একটি সন্দেহ জনক পার্সেল পাঠিয়ে আইন ভেঙেছেন এবং এই যুক্তি দেখিয়ে তাকে ডিজিটাল এরেস্টের কথা বলা হলে সে ভয় পেয়ে দিশাহারা হয়ে যায়। কারণ সে সত্যিই একটি পার্সেল কলকাতায় ওনার দিদির জন্মদিন উপলক্ষে পাঠাচ্ছিলেন। সেই মুহূর্তে তিনি অফিসিয়াল কাজে মুম্বাইয়ের একটি হোটেলে একাই ছিলেন। পরে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য দুজন মুম্বাই পুলিশের সাথে মহিলা পুলিশও ইউনিফর্ম পরে ওনার সেই হোটেলের ঘরে প্রবেশ করে এবং মেয়েটির দেহ তল্লাশির নাম করে ক্যামেরার সামনে নগ্ন করে তার সমস্ত দেহ মহিলা পুলিশ দ্বারা তল্লাশি করে এবং পরে সেই ভিডিও দেখিয়ে দু লক্ষ টাকা তাঁদের দুটি একাউন্ট এ পাঠাতে বাধ্য করায়। কিন্তু মেয়েটি পরে আন্ধেরি থানায় এফআইআর করায় কিছুদিনের মধ্যেই তিন জন প্রতারক কে গ্রেফতার করে। জানা যায় এরা আগেও একই ভাবে ডিজিটাল অ্যারেস্টে সার্চিংয়ের নাম করে অন–ক্যামেরায় নগ্ন করার মতো ঘটনায় এরেস্ট হয়েছিল। এই ধরণের জালিয়াতি বা প্রতারণা কে পুলিশের ভাষায় ডিজিটাল অ্যারেস্ট হলেও এটা ডিজিটাল সার্চিং। পুলিশ সাথে সাথে তাঁদের গ্রেফতার না করলে ওরা মেয়েটিকে সেই ওর নগ্ন ভিডিও দেখিয়ে ডিজিটাল ব্ল্যাকমেলিং করেও ওনাকে যেমন সর্বশান্ত করে দিত তেমনি হয়তো সেই মেয়েটি লজ্জায় আত্মহত্যাও করতে পারতো।

গত ৭/৮ মাসের মধ্যে আধার বায়োমেট্রিক প্রতারণায় কলকাতা পুলিশ ৬৬ টি কেস রাজু করেছে, ৯৩০ টি ডিজিটাল অ্যারেস্টের মূল অভিযুক্ত যোগেশ ও আদিত্য দুয়া নামে দুভাই যুক্ত। কলকাতা পুলিশ দিল্লী থেকে যোগেশ দুয়াকে গ্রেফতার করে। তদন্ত চালাচ্ছে।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন পড়ুয়াদের জন্য যে ১৬০০ কোটি টাকার ট্যাব দেওয়া হয়েছিল সেই টাকা থেকেও প্রতারকরা প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করায় নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত তদন্তে পুলিশ ১১৯০ টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেয় এবং ৫০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে রাজ্যের কোষাগারে ফেরাতে পেরেছে। গ্রেফতার করা হয়েছে ২৭ জনকে। এই সব জালিয়াতির ঘটনায় জামতাড়া গ্যাং জড়িত থাকলেও সবচেয়ে আশ্চর্য এই সব পড়ুয়ারদের সরকারি টাকা ডিজিটাল পদ্ধতিতে আত্মসাৎ করছে অনেক স্কুলের প্রধান শিক্ষকরাও। অথাৎ সর্ষের মধ্যেই আসল ভুত রয়েছে। সম্প্রতি পুলিশ নানা সাইবার ঘটনার তদন্তে জানতে পারে মোবাইল ফোনের সিম কার্ড নিয়ে অসাধু চক্রের এক বিশাল জালিয়াতি কারবার চালু হয়েছে।

এই সব কারবার শুধু কলকাতার ঘন বস্তিতেই নয়, সল্টলেক বিধাননগর,আসানসোল, বারাকপুর শিল্পাঞ্চল সহ আরও বহু জায়গায় অবৈধ কল সেন্টারের নামে এক সংখ্যক অসাধু যুবক প্রতারণা করেই চলেছে। তাঁরা এক একজন ৫০/৫৫ টি সিম কার্ড নিজেদের ও অপরের নামে গ্রাহকদের অজান্তে নথি হাতিয়ে সেগুলো সাইবার প্রতারকদের হাতে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তুলে দেওয়ার বহু ঘটনা ঘটেই চলেছে। কখনো আবার বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন মেশিনে গ্রাহকদের যে ফিঙ্গার প্রিন্ট থাকে সেখান থেকে বহু ক্রেতাদের আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে তাঁদের অজান্তেই প্রচুর সিম কার্ড তুলে সাইবার অপরাধীদের তুলে দিয়ে নতুন নতুন প্রতারণা শুরু হয়েছে, পুলিশ প্রচুর সিম কার্ড সহ আসামীদের গ্রেফতারও করেছে। পুলিশও কিন্তু বসে নেই। সম্প্রতি সাইবার অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার অভিপ্রায়ে লালবাজারে জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার সাইবার ক্রাইম নামে একটি নতুন বিভাগ শুরু হতে চলেছে।

(চলবে)

‘আরোহণ’–এর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৮ জুলাই শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে ৩৩নং ওয়ার্ডের লেকটাউনের সানরাইজ ক্লাব প্রাঙ্গণে নবনির্মিত পাবলিক লাইব্রেরীর বর্ধিত কক্ষ ‘আরোহণ’–এর উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। এর ফলে এলাকার আরো মানুষ গ্রন্থাগারে এসে বই পড়ার সুযোগ পাবেন। এলাকার অনেক নাগরিক জানালেন বর্তমান সমাজে ছেলেমেয়েরা আগের মত আর গ্রন্থাগার মুখই হয় না তারা মোবাইল নিয়েই ব্যস্ত থাকে, ফলে পড়াশোনার অমনোযোগিতার পাশাপাশি অনেক কিছু শেখার ইচ্ছাটাও তাদের লোপ পায়। এলাকার সমস্ত ছেলেমেয়েদের জ্ঞান অর্জনের এক নতুন দিশা সৃষ্টি করলো সানরাইজ ক্লাবের কর্মকর্তাগণ।

জাল নথি তৈরি, পান্ডা গ্রেপ্তার

বারুই বানেশ্বরপুরে মুদি দোকানের আড়ালে মোটা টাকার বিনিময়ে

প্রথম পাতার পর

রিজাউলের স্ত্রী বলেন, তার স্বামী বাংলাদেশি বিয়ের আগে জানতো না। ৩০ বছর আগে বিয়ে হয়েছে। ছেলে প্রেম করে একটি মেয়েকে নিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে। এই ঘটনার পর এবিষয় নিয়ে বনগাঁ বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, বাগদা ব্লকে এমন কয়েকশো রিজাউল মন্ডল আছে। এগুলো হলো

তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক।

বাগদার বানেশ্বরপুর গ্রাম থেকে অনুপ্রবেশকারীদের নামে জাল নথি তৈরির মূল পান্ডাকে গ্রেপ্তার করলো বাগদা থানার পুলিশ। ধৃত রাজকুমার অনুপ্রবেশকারীদের জন্য জাল আধার, ভোটার কার্ড সহ বিভিন্ন নথি তৈরি করতো বলে অভিযোগ। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তার ডেরা থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে বহু জাল কাগজপত্র, সিল ও সফটওয়্যার ইত্যাদি। পুলিশ জানায়, এটি একটি ডিপ রুটেট চক্র। যার যোগ বাংলাদেশ সীমান্তে। আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

স্বচ্ছতার সংকল্প অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাইটস ফর অল–এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক গুলাম ফারুক–এর নেতৃত্বে এবং রাজ্য সভানেত্রী গীতি হাকিম–এর সহযোগিতায়, স্বচ্ছতার সংকল্প– প্রতিটি যাত্রীর কর্তব্য অভিযান শীর্ষক এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রচারাভিযান সফলভাবে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন–এ আয়োজিত হয়। এই কর্মসূচি পূর্ব রেল, হাওড়া বিভাগ–এর সহযোগিতায় এবং গ্রীন এন্টারটেইনমেন্ট–এর সমর্থনে সম্পন্ন হয়।

এই অভিযানটি পরিচালিত হয় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সঞ্জীব কুমার–এর পরামর্শ ও প্রেরণার অধীনে, যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সহায়ক হয়েছে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় সিনিয়র ডিএমই হাওড়া ‘অভিনব’র নেতৃত্বে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি: প্রধান অতিথি ছিলেন খ্যাতনামা জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ পদ্মশ্রী ডঃ ইন্দিরা চক্রবর্তী,

সম্মানিত অতিথি সমাজসেবী ও পরিবেশবিদ ডঃ চৈতালী দাস, বজবজ আরতি হাসপাতালের ডিরেক্টর অজয় কুমার সাউ। এই কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এনসিসি ক্যাডেটদের সহায়তায় একটি পায়ে হাঁটা সচেতনতামূলক মিছিল, যারা স্লোগান তুলে এবং বার্তা ছড়িয়ে রেলস্টেশন জুড়ে পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সচেতনতার আহ্বান জানান। তারা সরাসরি যাত্রী ও হকারদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবগত করে প্লাস্টিক বর্জন করুন বার্তা প্রদান করেন। এই সচেতনতা প্রচারকে আরও ফলপ্রসূ করতে পরিবেশ বান্ধব জুট ব্যাগ বিতরণ করা হয় যাত্রী ও হকারদের মধ্যে, যেন তারা টেকসই বিকল্পের দিকে এগিয়ে যান। জনসাধারণের আরও গভীর সম্পৃক্ততার জন্য, নাটকওয়ালা কলকাতা–র পারফর্মেন্সে একটি শক্তিশালী বার্তা সম্বলিত নুক্কড় নাটক উপস্থাপন করা হয়, যা পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা ও নাগরিক দায়িত্ব নিয়ে দর্শকদের মধ্যে প্রভাব ফেলে। এরপর পরিবেশিত হয় এক সুরময় সঙ্গীতানুষ্ঠান যেখানে বিখ্যাত শিল্পী পণ্ডিত মল্লার ঘোষ সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং শ্রোতাদের অনুপ্রাণিত করেন। এই অভিযান শুধুই একটি আনুষ্ঠানিকতা ছিল না — এটি ছিল জনসচেতনতামূলক একটি চলমান আন্দোলন, যা হাজার হাজার যাত্রীকে তাঁদের সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। এই অনুষ্ঠানের এক গর্বের মুহূর্ত ছিল পদ্মভূষণ শ্রীমতী উষা উত্থুপ–এর পাঠানো এক বিশেষ শুভেচ্ছাবার্তা ভিডিও, যাতে তিনি দেশবাসীকে পরিচ্ছন্নতার বার্তা দেন। এই ভিডিও এখন থেকে হাওড়া স্টেশন থেকে চলা প্রতিটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে সম্প্রচারিত হবে — এবং সেখান থেকে বার্তাটি পৌঁছে যাবে দেশের প্রতিটি প্রান্তে।এই উদ্যোগ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উঠে এসেছে, যেখানে সরকার, নাগরিক সমাজ, তরুণ প্রজন্ম, শিল্পী এবং সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে দেশের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। রাইটস ফর অল অঙ্গীকারবদ্ধ– সচেতনতা, দায়িত্ব এবং কর্মের এই পথচলাকে আরও শক্তিশালী করে তোলা যাতে প্রতিটি স্টেশন হয় শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার ক্ষেত্র, এবং প্রতিটি যাত্রী হয়ে ওঠেন পরিচ্ছন্নতার দূত।

পরিচয় সংকটে বাঙালি!

প্রথম পাতার পর

‘ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে লক্ষ্যা–ডুমুনী রাজার জন্য যাহা করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা রাজভক্তির উচ্চতর নিদর্শন জগতের ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য।’ পুত্রদের আসন্ন মৃত্যু জানিয়াও তিনি তাহাদিগকে ঘুম হইতে উঠাইয়া দিয়া রাজার জন্য রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং সেই অভিযানে শাকা–সুখার মৃত্যু হইলে এক বিন্দু অশ্রু ত্যাগ না করিয়া স্বামীকে তাঁহার নিশ্চেষ্টতার জন্য গঞ্জনা করিয়া তাঁহাকেও সেই অসম সমরে প্রেরণ করিয়াছেন।’ হায় বাঙালি, সেই ট্রাডিশন এখনও চলেছে। দুশো–তিনশো বছরের বিদেশী শাসন, বাংলার দীর্ঘকালের এক একটা দেশী শাসন তারই পরিচয় বহন করছে।

তবে এবার তা বদলাবার সময় এসেছে। বাঙালিকে তার নিজের বাংলা গড়তে হবে। জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই আরও স্বচ্ছতার সঙ্গে রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠতে হবে। নিজের ভূমিকা পালন করতে হবে বিভ্রান্ত না হয়ে।

স্পেশাল রিভিসন, তৎপর কমিশন

প্রথম পাতার পর

এ ব্যাপারে তিনি উস্মা প্রকাশ করে বলেন, এ ব্যাপারে উচিত ছিল জেলা শাসকদের আমাকে ব্যাপারটা জানানো। জেলাশাসকদের চোখ কান খোলা রেখে কাজ করার নিদান দিয়েছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এ রাজ্যের ১০০০ জনকে বিএলও পদ থেকে সরিয়ে দেবার কথা সূত্র মারফত জানা যাচ্ছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন আরো কড়াভাবে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, কোনভাবেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজ্যের ১ হাজার জন বিএলওকে সরানো যাবে না। এমনকি ভোটার লিস্ট সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রতিটি বুথের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ২ জন করে প্রতিনিধিদের নাম দিতে হবে যারা বিএলওদের সহযোগিতা করবে ভোটার লিস্ট সংশোধনের জন্য। এ রাজ্যে যে এস আই আর হবেই তাতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন। প্রসঙ্গত, বিহারে ৬০ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ গেছে। জানা যাচ্ছে ওই ভুয়ো ভোটারের মধ্যে প্রায় ২৩ লাখ মৃত ভোটারের নাম ছিল। আমাদের রাজ্যে সেই সংখ্যা ৫০ লক্ষ কেও ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়াও রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী মুসলমান এবং রোহিঙ্গারা তো আছেই সেই সব ধরলে আমাদের রাজ্যে ভোটার প্রায় ১ কোটি বাদ যেতে পারে। রাজ্যের বিশেষজ্ঞ মহল জানাচ্ছেন, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন বলছেন ভোটার লিস্ট থেকে কারো নাম বাদ দেওয়া যাবে না। কিন্তু তিনি তো একবারও বলছেন না যে মৃত ভোটারের নাম অবশ্যই বাদ দিয়ে অন্যান্য নাম রাখতে হবে। সে ব্যাপারেও তিনি পরিষ্কার তো কিছু জানাচ্ছেন না। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, এ রাজ্যে এসআইআর হবেই এবং ১ কোটি ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হবে। এসআইআর প্রসঙ্গে ভাঙরের বিধায়ক তথা আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকী সম্প্রতি এক জনসভায় বলেছেন, এসআইআর নিয়ে আপনারা ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনারা কি পাকিস্তানি? আপনারা কি আফগানিস্তানি? আপনাদের বাপঠাকুরদারা কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? সে প্রশ্নের উপস্থিত অধিকাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন বলেছেন, না। নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, তাহলে আপনারা ভয় পাবেন না। মনে রাখবেন আপনারা ভারতীয়। যারা ভারতীয় তাদের নাম ভোটার লিস্টে অবশ্যই থাকবে। আর যারা অনুপ্রবেশ করে এদেশে অবৈধভাবে নাম নথিভুক্ত করেছে তাদের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ যাবে। ধরুন আপনি ভাঙরে থাকেন এখানে আপনার ভোটার লিস্টে নাম আছে, আবার আপনি মাঝেমধ্যে নিউটাউনেও থাকেন সেখানেও আপনার নাম আছে তাহলে একটা নাম তো বাদ যাবেই। এটাই তো নিয়ম। আপনার ঠাকুরদা বা তার বাবা যদি দীর্ঘদিন আগে মারা গিয়ে থাকে কিন্তু ভোটার লিস্টে নাম থেকে যায় তাহলে তো সে নাম বাদ পড়বেই এটাই তো স্বাভাবিক। ২০০২ সালে একবার এসআইআর হয়েছিল সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ২৮ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ গিয়েছিল। তখন রাজ্যে শাসক দল ছিল সিপিএম বিরোধীদল ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তখন কি এত হইচই হয়েছিল। তাহলে আপনারা এসআইআরের ব্যাপারে কোন ভয় পাবেন না। তবে যেভাবে দিন দিন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের শাসক দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে আগামীদিনে এই পরিস্থিতি কোন পর্বে দাঁড়াবে সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

১৭ বছর ধরে কোন অডিট হয়নি

প্রথম পাতার পর

এমনকি পূর্বতন লাইব্রেরিয়ান গৌতম পালের সঙ্গেও এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য যোগাযোগ করেছি। আশা করা যায় খুব তাড়াতাড়ি অডিট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। বটতলা মোসলেম লাইব্রেরীটি ১৯২০ সালে স্থাপিত হয়। দ্বিতল এই ভবনটিতে বিদ্যালয়ে আছে তার ফলে এই গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যাও প্রচুর। প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ জন ছাত্রছাত্রী এই গ্রন্থাগারে পড়াশোনা করেন। কিন্তু এই গ্রন্থাগারে শৌচালয় ও পানীয় জলের সমস্যা আছে। এই সমস্যা দুটির সমাধান হলে এখানকার পাঠকরা উপকৃত হবে। এই প্রসঙ্গে লাইব্রেরিয়ান শান্তা বিশ্বাস জানান, তিনি পরিচালন যে সমিতি আছে তাদের বিষয়টি জানিয়েছেন। এই বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি হচ্ছেন মেটিয়াবুরুজ বিধানসভার বিধায়ক আব্দুল খালেক মোল্লা। তিনি কথা দিয়েছেন গ্রন্থাগারের যে সমস্ত সমস্যা আছে খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করে দেওয়া হবে।

সাড়া না মেলায় বাতিল টেন্ডার

Public Works (Roads) Directorate, Government of West Bengal
e-NIB No. 03 of 2025-26 of the Superintending Engineer and Project Director, Project Implementation Unit-I

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER AND PROJECT DIRECTOR,
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT-I,
P.W. (ROADS) DIRECTORATE,
3, COMMISSARIAT ROAD, 1ST FLOOR, KOLKATA-700022
email:-centraltenderpwdwb@gmail.com

Memo No.:-202-R/PIU-I Dated:-30/07/2025

e-NOTICE INVITING BID
NO. 03 OF 2025-2026 OF THE SE& PD, PIU-I, P.W.(ROADS) DIRECTORATE.
for
'Construction of proposed bridge over river Muriganga including approaches to connect Kachuberia Sagar Island with Kakdwip in the district of South 24 Parganas, West Bengal, through Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contract (2nd Call).
[Succeeding e-NIB No: NO. 02 OF 2024-2025]

The Public Works Department, Government of West Bengal has decided to undertake *'Construction of proposed bridge over river Muriganga including approaches to connect Kachuberia Sagar Island with Kakdwip in the district of South 24 Parganas, West Bengal*, through Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract.
The Public Works Directorate, Government of West Bengal represented by the Chief Engineer (HQ) Public Works (Roads) Directorate (the "**Authority**") acting through the Superintending Engineer and Project Director, Project Implementation Unit-I, Public Works (Roads) Directorate (the "**Bid Inviting Authority**" or the "**BIA**") invites bids from eligible bidders/contractors for the project as detailed below:

Name of the Project	Location of the Project	Estimated Project Cost	Bid Security /Earnest Money (to be deposited)	Cost of Bid Document	Time of Completion	Maintenance Period and DLP
'Construction of proposed bridge over river Muriganga including approaches to connect Kachuberia Sagar Island with Kakdwip in the district of South 24 Parganas, West Bengal (2nd Call).	South 24 Parganas District, West Bengal	Rs. 1438,62,34,654.00	Rs. 14.39 Crore	Rs. 20,000.00 per Set. Please see N.B. (Note Below).	1460 Days	10 (ten) Years

N.B.:- Intending Bidders shall not have to pay the cost of Bid Document for the purpose of participating in e-procurement process (Ref. Notification No.-199-CRC/2M-10/2012 dated 21.12.2012 of the Secretary, P.W.D., CRC Branch, & No. 452-A/PW/0/10c-35/10 dated 25.7.2011 of the Secretary, P.W.D., Accounts Branch, Govt. of W.B.), **but the Selected Bidder shall have to pay the cost of Bid Documents of requisite set during purchase of Bid Documents for execution of formal Agreement.**

প্রথম পাতার পর

টেন্ডার বাতিল প্রসঙ্গে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানিয়েছেন, মাত্র ২ টি সংস্থা এই টেন্ডারে অংশ নিয়েছিল। নুন্যতম ৩টি সংস্থা কোন টেন্ডারে অংশ না নিলে তা অনুমোদন হয় না। ফলে সরকার প্রথম টেন্ডার বাতিল করেছে। দ্বিতীয় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিরোধীরা বলছে সাগরবাসীর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। সরকার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। বিধানসভা নির্বাচনের বছরখানেক আগে এই সেতু নির্মাণ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে।

ঝোরা ছিল গরবিনী নদী

প্রথম পাতার পর

এই ঝোরা নদী গাইঘাটার কালাসীমার পূর্বদিকে চড়ুইগাছি (বাঘের পুকুরের কাছ দিয়ে), গোপাল পুর, উত্তর দক্ষিনের বাগনার মধ্যে এগিয়ে গিয়েছে। আধারমানিক থেকে ঝোরার একটি অংশ তোরের বিল হয়ে পাটাবুকার মধ্য দিয়ে কলসীমার দক্ষিন দিকে বর্তমান রাস্তা ঝিঙের পুকুর ধরে নমকুড়োর পূর্ব দিয়ে হাতিমারা কাঁচা ব্রিজের নীচদিয়ে চাঁচোর বিল হয়ে শিমলে দিয়ে যমুনা মুখো হয়েছে। কিন্তু এখন তার নিশানা পাওয়া কষ্টসাধ্য। তবে অতিবর্ষায় বা বন্যায় হাতিমারা ব্রিজের উপর দাঁড়ালে গতিপথটি আন্দাজ করা যাবে। আসলে পূর্বে উল্লেখিত যমুনামুখী ঝোরার শাখারই চিহ্ন। কেউ বলেন, দূরে রাধারসার খালে গিয়ে মিশেছে।

বাসুদেব বাবু আরো জানান, ১৯৮০–৮১ সালে মাইনর ইরিগেশন স্কীমে ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে এই নদীর কিছু কাজ হয়েছিল। খালটি ডানদিকে এঁকে বেঁকে বাজে বেলেনীমুখো কিছুটা প্রসারিত নদী। এই অংশ ঝোরা কুচলিয়া খাল নামেও পরিচিত। ঝনঝনিয়া ও কুচলিয়া মৌজার মধ্যে দিয়ে বেলেনী গ্রাম হয়ে যমুনায় মিশেছে। এছাড়া লক্ষীপুর মোড় থেকে ইছাপুর–গোবরডাঙা রোড ধরে ৩ কিলোমিটার গেলে ডানদিকে যমুনার উপর সেতুর কাছে ঝোরা–যমুনার সঙ্গমস্থল চোখে পড়বে। সঙ্গমস্থল বলে মনে হলেও আসলে এটাই ছিল ঝোরার উৎসস্থল। এছাড়া এই ঝোরা নদীর ইতিহাস নিয়ে গবেষনা করছেন বেড়গুম হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও ইতিহাসবিদ ডঃ শঙ্করপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় এবং স্বরূপনগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও নদী গবেষক ডঃ তপন ঘোষ। তাতে জানা যায়, এই নদী বক্ষে পাওয়া গিয়েছে বহু নৌকার ভাঙা টুকরো সহ হারিয়ে যাওয়া অনেক প্রাচীন মূর্তি। এর মধ্যে বৌদ্ধ মূর্তি ও সূর্য মূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জমি জরিপের নথিতেও ঝোরার এই পথটির উল্লেখ রয়েছে।’ ফলে, ঝোরা এখন অতীত হলেও এতদঞ্চলের ইতিহাস রচনায় ঝোরাকে অস্বীকার করা যাবে না।

ঝড়খালিতে বাঘ বাঁচানোর বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা বনবিভাগের উদ্যোগে ২৯ জুলাই ঝড়খালির হেড়োভাঙ্গা বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস ও এক বিশেষ সচেতনতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দিনভর চলা এই কর্মসূচিতে পরিবেশ সচেতনতা, বাঘ সংরক্ষণ ও স্থানীয় সংস্কৃতির এক অনন্য সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও একটি সচেতনতামূলক র‍্যালি। ছাত্রছাত্রীরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ‘বাঘ বাঁচাও, সুন্দরবন বাঁচাও’ স্লোগানে মুখরিত করে তোলে ঝড়খালির পথঘাট। বিশেষ আকর্ষণ ছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঝুমুর নৃত্য। এই অনুষ্ঠান সুন্দরবনের প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতির মধ্যে এক মেলবন্ধনের বার্তা দিয়েছিল। এই দিনের মূল বার্তা ছিল ‘বাঘ বাঁচলে বন বাঁচবে, বন বাঁচলে মানুষ বাঁচবে।’

উপস্থিত ছিলেন বন বিভাগের ডিএফও নিশা গোস্বামী, জেলা সভাধিপতি নিলীমা মিস্ত্রী বিশাল, সমাজসেবী মন্টু গাজী সহ স্থানীয় প্রশাসনের একাধিক নেতৃত্ব ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকারা। আলোচনা পর্বে বনবিভাগের আধিকারিকরা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তারা জানান, ‘জলবায়ু পরিবর্তন, বনাঞ্চলের সংকোচন এবং খাদ্যের অভাবে বাঘ আজ বিপন্ন। তাই মানুষ ও বন্যপ্রাণীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা এখন জরুরী।’ এদিন জেলা সভাধিপতি নিলীমা মিস্ত্রী বিশাল জানান, সুন্দরবন জঙ্গলে বাঘ ছাড়া যেমন অন্য কিছুই বোঝায় না, ঠিক তেমনই বাঘকে বাঁচানোর তাগিদে জঙ্গল লাগোয়া সুন্দরবনবাসীর কর্তব্য ও কি করনীয় সেই সম্পর্কিত আলোচনা হয়। স্থানীয় ব্যাসিন্দারা যাতে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের সাথে সর্বদা সহযোগিতা করেন সেদিকটাও মনে করিয়ে দেওয়া হয়।’

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
৫৭/১এ চেতলা রোড, আলিপুর,
কলকাতা ৭০০ ০২৭
রেজিস্ট্রেশন নং–এস/৬৬৭০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সভ্যবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী ১৫ আগষ্ট ২০২৫ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনাস্থিত বিবেক নিকেতনে, সকাল ১১ টায় নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকল সদস্যকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলিপুর
২৩.০৭.২০২৫

প্রণব ভূষণ গুহ
সাধারণ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়

১। গত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২। সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।
৩। গত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ ও অনুমোদন।
৪। সমিতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা।
৫। বিবিধ।

আতশ কাচে

ডার্বি জয়

কল্যানী স্টেডিয়ামে কলকাতা প্রিমিয়ার ফুটবল লিগে মরশুমের প্রথম ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান সুপারজায়ান্টকে ৩–২ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। ম্যাচের নবম মিনিটে জেসিন টিকের দেওয়া গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে ব্যবধান বাড়ান সায়ন ব্যানার্জী। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের ৫৫ মিনিটে মোহনবাগানের হয়ে প্রথম গোল করেন লিওয়ান কাসটানহা, ৬৭ মিনিটে সবুজ মেরুনের হয়ে দ্বিতীয় গোল করে খেলায় সমতা ফেরান কিয়ান নাসিরি। ৬৯ মিনিটে লাল হলুদের হয়ে তৃতীয় তথা জয়সূচক গোলটি করেছেন লালহানসাঙ্গা। ম্যাচের একেবারে শেষ লগ্নে ইস্টবেঙ্গলের আমন সিকে লাল কার্ড দেখেন।

ভারত–জাপান

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ২০২৬ সালে মহিলাদের এএফসি এশিয়ান কাপের গ্রুপ বিন্যাস করা হয়েছে। গ্রুপ সি'তে ভারতের সঙ্গে আছে জাপান, ভিয়েতনাম, চাইনিজ তাইপে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ১২ দেশের কোচ ও অধিনায়করা উপস্থিত ছিলেন। ভারতের তরফে উপস্থিত ছিলেন মহিলা দলের কোচ ক্রিস্পেন ছেত্রী এবং বঙ্গতনয়া সঙ্গীতা বাসফোর। আগামী বছরের পয়লা মার্চ থেকে ২১ মার্চ অস্ট্রেলিয়ায় মহিলাদের এশিয়ান কাপ অনুষ্ঠিত হবে।

ডুরান্ডে দুরন্ত

১৩৪ তম ডুরান্ড কাপ ফুটবল কলকাতায় শুরু হয়েছে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ৫–০ গোলে সাউথ ইউনাইটেড এফসিকে হারিয়ে দিয়েছে। গোল করেন লালচুংনআঙ্গা, সাউল ক্রেসপো, বিপিন সিং, দিয়ামন্তাকোস এবং মহেশ নাওরেম।

ডায়মন্ডের জয়

যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডুরান্ড কাপে অভিষেক ম্যাচে ডায়মন্ড হারবার এফ সি ২–১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে দিয়েছে। ডায়মন্ড হারবার এফসি'র সাইরুত কিমা ও লুকা মাজসেন এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের আদিসন সিং গোল করেন।

ভারতের উন্নতি

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ড্র করার পর ভারতের ২০২৭ এর বিশ্ব টেষ্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সার্কেলে পয়েন্ট বেড়েছে। ইংল্যান্ডের সঙ্গে চলতি সিরিজে এখনও পর্যন্ত ভারত একটা টেস্টে জয়ী হয়েছে। একটি ড্র ও দুটি হার। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে ভারত চতুর্থ স্থানে আছে। পয়েন্টের শতাংশে ৩৩.৩৩। অস্ট্রেলিয়া আছে শীর্ষস্থানে।

পন্থ ফিরলেন

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে পায়ে চোট পাওয়ায় ভারতের উইকেট রক্ষক –ব্যাটার ঋষভ পন্থ দেশে ফিরে এলেন। কোচ গৌতম গম্ভীর বলেন, 'ভাঙা পা নিয়ে ও যে ভাবে ব্যাট করেছে তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। আগামী প্রজন্ম ওর এই ইনিংস নিয়ে আলোচনা করবেই। ঋষভ–এর চোট পাওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক।' তাঁর বদলে দলে নেওয়া হয়েছে এন জগদীশনকে।

রাসেলের অবসর

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। আজ জামাইকার সাবাইনা পার্কে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি–২০ ম্যাচের পর অবসর নিয়েছেন রাসেল। শেষ ম্যাচে ব্যাট হাতে ১৫ বলে ৩৬ রান করেন রাসেল। তিনি ফিল্ডিং করতে নামার সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা তাকে গার্ড অফ অনার দেন।

প্রয়াত সাংবাদিক

প্রবীণ ক্রীড়া সাংবাদিক তপন দাম শিয়ালদহে নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। প্রায় ৪৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি যুক্ত ছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিকতার সঙ্গে। প্রেস ক্লাব কলকাতা, ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

ভারতীয় কোচের দৌড়ে এগিয়ে খালিদ জামিল

সুমনা মণ্ডল: অনেক আশা করে ভারতের কোচের পদে আবদেন করেছিলেন সঞ্জয় সেন। কিন্তু তাঁর নাম বিবেচনাই করা হল না। ভারতের পরবর্তী কোচের জন্য যারা আবেদন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে খালিদ জামিল, স্টিফেন কনস্টানটাইন আর স্টেফান টারকোভিচের নাম ফেডারেশনের কোচেস কমিটি শর্টলিস্ট করেছে। ৩ জনের মধ্যে একজনকে ইন্টারভিউর মাধ্যমে অথবা সরাসরি নিয়োগ করা হবে। এঁদের মধ্যে কোচের দৌড়ে এগিয়ে খালিদ জামিলই। তার কারণ তিনি ভারতীয় এবং কোচ হিসেবে সফলও। মুম্বই এফসি ও আইজলকে আই লিগ

চ্যাম্পিয়ন করা ছাড়াও জামশেদপুর এফসির মত কম বাজেটের দলকেও আইএসএলে সাফল্য দিয়েছেন খালিদ। স্টিফেন কনস্টানটাইন ২০০২ থেকে ২০০৫ এবং ২০১৫–১৯ কার্যক্রমে ভারতের কোচ ছিলেন। তিনি ১৭৩ থেকে ভারতের র‍্যাঙ্কিং একসময়ে ৯৭–তে নিয়ে আসেন। এছাড়া পাকিস্তান, নেপাল, মালাউই, ইস্টবেঙ্গলে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। টারকোভিচ কিরগিজস্থান, স্লোভাকিয়াতে কোচিং করিয়েছেন। তবে সঞ্জয় সেন কিন্তু আই লিগ, সন্তোষ ট্রফি, আইএফএ শিল্ড জয়ী কোচ। তাঁকে কেন ফেডারেশন বিবেচনা করলো না? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই প্রসঙ্গে সঞ্জয় সেন বলেন, 'আমার এই নিয়ে কিছুই বলার নেই। ফেডারেশন যেটা ঠিক মনে করেছে সেটা করেছে। দেশের কোচিং করা সম্মানের, সেটা মনে করেছিলাম বলেই আবেদন করেছিলাম। যিনি কোচ হবেন তাঁর জন্য শুভেচ্ছা রইল। ভারতীয় ফুটবলকে তিনি উপরের দিকে নিয়ে যাবেন সেই আশা রাখি।'

ভারত–পাক খেলার পক্ষে সৌরভ

শহিদদের অপমান মনে করছেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি : এশিয়া কাপে পাকিস্তানও খেলবে, ভারতও খেলবে। বাংলা কার্যত এমন সিদ্ধান্তে দু'ভাগ। খেলা–রাজনীতি যেন মিলে মিশে যাচ্ছে। একদিকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ক্রিকেট তারকা যখন বলছেন, 'স্পোর্টস মাস্ট গো অন' তখন বাংলারই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলছেন, 'শহিদদের অপমান'।

এসিসি'র প্রধান মহসিন নকভি ঘোষণা করেন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে, চলবে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ভারত–পাকিস্তান মুখোমুখি হবে ১৪ সেপ্টেম্বর। এরপরই উত্তাপ বাড়ছে ক্রিকেটমহল থেকে রাজনীতিমহলে। গোটা দেশ জুড়ে তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি 'ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লেজেন্ডস'–এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে চাননি যুবরাজ সিং, শিখর ধাওয়ান, হরভজন সিংরা। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পরিপ্রেক্ষিতেই এমন সিদ্ধান্ত নেন ভারতের প্রাক্তনরা। অগত্যা সেই ম্যাচ বাতিল হয়ে যায়। তাহলে কোন

যুক্তিতে এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবেন সূর্যকুমার যাদবরা, উঠছে প্রশ্ন।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'ভারত–পাক খেলা হচ্ছে সেটা ঠিক আছে। পহেলগাঁওয়ের মতো ঘটনা হওয়া কখনওই উচিত নয়। সেই সঙ্গে বলতে পারি খেলা বন্ধ হওয়াও ঠিক নয়। আমার মতে স্পোর্টস মাস্ট গো অন। সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হওয়া দরকার। সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করার জন্য ভারত কঠিন পদক্ষেপ করেছে।'

ঠিক বিপরীত সুর চড়িয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজ মাধ্যমের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও ক্ষেত্রেই ভারতের সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে দেখা হবে। একমাত্র পাক অধিকৃত কাশ্মীর জয়ের লক্ষ্যেই ভারত যুদ্ধে নামবে। ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের আমি সম্মান করি। কিন্তু মাঠে যখন খেলা হয় তখন আমাদের সেনার রক্ত ঝরে। যে দেশ আমাদের সীমান্ত লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে, তাদের সঙ্গে করমর্দন করাটা মোটেই কূটনীতি নয়, সেটা আসলে বিশ্বাসঘাতকতা। বিনোদনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ন্যায়বিচার। এর থেকে পিছিয়ে আসা মানেই শহিদদের অসম্মান করা।' বাংলায় শুধু নয়, পহেলগাঁও, অপারেশন সিঁদুরের পর দু'দেশের খেলা নিয়ে সোচ্চার রবিচন্দ্রন অশ্বিন থেকে আজহারউদ্দিন পর্যন্ত। কিন্তু যাই সমালোচনা হোক, এশিয়া কাপ থেকে ভারতের সরে আসার পরিস্থিতি খুবই কম। কারণ, খেলা আরবে হলেও আয়োজক ভারতই। এসিসির বৈঠকে সম্মতিও জানানো হয়ে গেছে ভারতের।

চন্দ্রকান্ত আর কেকেআরের মধ্যে আচমকাই গোল্ডেন হ্যান্ডশেক

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে সোনালি করমর্দন সেরে ফেলল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বিবৃতিতে হেড কোচের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা জানাল পার্পল ব্রিগেড। ২০২৪ সালে শাহরুখের দল তৃতীয়বার আইপিএল খেতাব জিতেছিল তাঁর প্রশিক্ষণেই। ২০২৩ আইপিএলের আগে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে কোচের চেয়ারে বসিয়েছিল কেকেআর। প্রথম মরশুমে কাঙ্খিত সাফল্য ধরা না–দিলেও দ্বিতীয় মরশুমে মেন্টর গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে জুটিতে তৃতীয়বারের জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্সকে খেতাব এনে দিয়েছিলেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। তবে তাঁর প্রশিক্ষণে গত মরশুমটা মোটেও ভালো যায়নি বেগুনি শিবিরের। ১০টি আইপিএল দলের মধ্যে আটে শেষ করেছিল নাইট ব্রিগেড। মঙ্গলবার শেষমেশ মধুচন্দ্রিমা শেষ হল দু'পক্ষের। বিদায়ীবার্তায় কলকাতা নাইট রাইডার্স এদিন লেখে, 'নয়া সুযোগের সন্ধানে পাড়ি দিচ্ছেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। ফলত কলকাতা নাইট রাইডার্সের হেড কোচ হিসেবে আর দায়িত্ব পালন করতে দেখা যাবে না তাঁকে। মূল্যবান অবদানের জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। শক্তিশালী স্কোয়াড তৈরি করার সঙ্গে ২০২৪ সালে কেকেআরকে টাটা আইপিএল জিততে সাহায্য করেছিলেন তিনি।

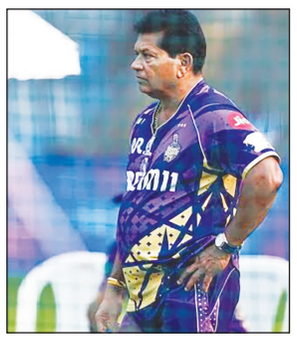

তাঁর নেতৃত্বদানের ক্ষমতা এবং শৃঙ্খলার প্রভাব দলে রয়ে যাবে। ভবিষ্যতের জন্য তাঁকে অনেক শুভেচ্ছা।' সবমিলিয়ে ২০২৬ আইপিএলের আগে কলকাতা নাইট রাইডার্স নতুন কোচ আসার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে গেল এদিন। ব্র্যান্ডন ম্যাককালামের পরিবর্ত হিসেবে কেকেআরে ২০২৩ সালে শুরু হয়েছিল চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত অধ্যায়। ২০২২ রঞ্জি ট্রফিতে মধ্যপ্রদেশকে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন করার পরেই তড়িঘড়ি চন্দু স্যারকে কোচের হটসিটে বসিয়েছিল কেকেআর। তাঁর প্রশিক্ষণে তিন মরশুমে ৪২টি ম্যাচের মধ্যে ২২টিতে জয়লাভ করেছে পার্পল ব্রিগেড। হেরেছে ১৮টি ম্যাচ। দু'টি ম্যাচ ফয়সালা হয়নি। অর্থাৎ, নাইট কোচ হিসেবে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের জয়ের হার ৫০ শতাংশেরও বেশি।

চন্দু স্যারের প্রশিক্ষণে তৃতীয় মরশুমে ১৪টি লিগ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৫টিতে জয় পেয়েছিল কেকেআর। এই খারাপ পারফরম্যান্সই তাঁর বেগুনি শিবির ছাড়ার নেপথ্য কারণ বলে মনে করছেন অনেকে। সে যাইহোক, আপাতত নয়া মরশুমের আগে কেকেআরে নয়া কোচের সন্ধান। শোনা যাচ্ছে বোলিং কোচ ভরত অরুণের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করছে শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজি। যদিও এ ব্যাপারে অফিসিয়াল কিছু জানানো হয়নি কেকেআরের তরফে।

বিশ্বকাপ জিতে দাবায় ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাত্র ১৯ বছর বয়স। দাবার ইতিহাস গড়ে চোখের জল আটকাতে পারলেন না দিব্যা দেশমুখ। মা'কে জড়িয়ে ধরে আনন্দের কান্নায় ভাসলেন। জর্জিয়া দাবা বিশ্বকাপে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আর এক ভারতীয় কোনেরু হাম্পি। কোনেরু হাম্পি যে বছর গ্র্যান্ড মাস্টার হন, তার তিন বছর পরে দিব্যার জন্ম হয়। সেই অভিজ্ঞ ভারতের ১ নম্বর মহিলা দাবাড়ু হাম্পিকে টাইব্রেকারে হারিয়ে তারুণ্যের জয়গান গাইলেন যেন দিব্যা দেশমুখ। ভারতের ঘরে এই প্রথম এল ফিডে–র মহিলা দাবা বিশ্বকাপের খেতাব। আর তা জিতে নিলেন দিব্যা দেশমুখ। সেই সঙ্গে মহিলা দাবায় ভারতের হয়ে লিখলেন নতুন ইতিহাস। দিব্যা শুধু ইতিহাসই লিখলেন না, তিনি নিজের গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাবও নিশ্চিত করলেন।

১৯ বছরের দিব্যা কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় ১৫ নম্বর বাছাই হয়ে খেলা শুরু করেন। তাঁর নামের পাশে গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাবও ছিলনা।

ফাইনালে প্রথম ২টি ক্লাসিক্যাল ম্যাচই ড্র হওয়ার পর টাইব্রেকারে গড়ায় ম্যাচের ভাগ্য। সেখানে র‍্যাপিড চেস খেলা হয়। টাইব্রেকারে ২.৫–১.৫ স্কোরে ভারতীয় সতীর্থকে পরাজিত করেছেন তিনি। ৩৪ চালের পর ৩৮ বছরের হাম্পিকে কিস্তিমাত করেন ১৯ বছরের দিব্যা। মহিলা দাবা বিশ্বকাপ জিতে দিব্যা দেশমুখ জিতেনিলেন ক্যান্ডিডেটস দাবায় অংশ নেওয়ার টিকিটও। দিব্যা বলেন, টুর্নামেন্ট শুরুর আগে আমি শুধু ভাবছিলাম যে এখান থেকে আমি গ্র্যান্ডমাস্টার পর্বে খেলার জন্য হয়ত উন্নীত হতে পারব। কিন্তু টুর্নামেন্টের শেষে আমিই গ্র্যান্ডমাস্টার এখন। এর থেকে ভাল অনুভূতি আর কিছু হতে পারে না। নাগপুরের মেয়ে দিব্যা ভারতের ৮৮তম গ্র্যান্ডমাস্টার এবং চতুর্থ মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার। বিশ্বচ্যাম্পিয়নের পুরস্কার মূল্য হিসেবে ৪৩.২৩ লাখ টাকা পেলেন দিব্যা। রানার্স হিসেবে ৩০.২৬ লাখ টাকা পেলেন হাম্পি। তবে ফাইনালে ওঠার ফলে ভারতের দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই আগামী বছর বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

ফুটবলে নতুন ইনিংস শুরু মেহতাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা ময়দান চেনে তাঁকে 'মিডফিল্ড জেনারেল' নামে। জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন, ইস্টবেঙ্গলের ১০ বছরের 'ঘরের ছেলে' হিসেবে জয় করেছেন লক্ষ লক্ষ সমর্থকের হৃদয়। সেই মেহতাব হোসেনই এবার নতুন ইনিংস শুরু করলেন কোচ হিসেবে। চলতি ২০২৫–২৬ আইএফএ আয়োজিত কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের গ্রুপ 'এ'র দল রেলওয়ে এফসি'র প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিলেন প্রাক্তন ফুটবলার মেহতাব। বর্তমানে পয়েন্ট তালিকায় রেলওয়ে এফসি রয়েছে ১১ নম্বরে। ৬ ম্যাচে মাত্র ৩ পয়েন্ট অর্জন করতে পেরেছে দল। এই কঠিন পরিস্থিতিতে ক্লাব কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় অভিজ্ঞ কাউকে নিয়ে এসে দলের দায়িত্ব দেওয়ার। সেই জায়গায় বাংলার ঘরের ছেলে মেহতাবের নাম ভেবেই এগোয় ক্লাব। ম্যানেজার তপন সাউ জানালেন, 'মেহতাবের মতো অভিজ্ঞ ফুটবলারকে পেয়ে আমরা খুশি। আশা করি, ওর উপস্থিতিতে ছেলেরা দ্বিগুন উদ্যমে খেলবে এবং ভালো ফল করবে।' অন্যক্লাবে কেরিয়ার শুরু হলেও মেহতাব হোসেনের পরিচিতি মূলত ইস্টবেঙ্গলের হয়েই। ২০০৭ থেকে ২০১৭ একটানা এক দশক লাল–হলুদ জার্সিতে মাঠ কাঁপিয়েছেন। পরে টালিগঞ্জ অগ্রগামী, জামশেদপুর এফসি, কেরালা ব্লাস্টার্স সহ একাধিক ক্লাবে খেলেছেন। খেলোয়াড় জীবন শেষে ২০১৯–২০ মরসুমে সাদার্ন সমিতির ম্যানেজার হিসেবে কোচিংয়ে পা রাখেন। তবে এই প্রথম কোনও বড় ময়দানি ক্লাবের হেড কোচ হিসেবে কাজ শুরু করলেন। নতুন দায়িত্ব নিয়ে মেহতাব জানালেন, 'রেলওয়ে এফসি সবসময় বড় দল ছিল। বর্তমানে ওরা স্ট্রাগল করলেও, ইতিহাস সমৃদ্ধ। এই ক্লাবে যারা খেলেছেন, তারা আজ নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। সেখানে এই সুযোগ পাওয়া, আমার কাছে সম্মানের।'

'বাগান রত্ন' পেলেন টুটু বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃষ্টিভেজা দিনেই মোহনবাগান দিবসে কোনও গোষ্ঠী থাকল না। দেবাশিষ–সৃঞ্জয়ের মিলিত উদ্যোগে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মোহনবাগান দিবস। মধ্যমণি একজনই, তিনি টুটু বোস। এবারের মোহনবাগান রত্ন। তিনি আবেগপ্রবণ মানুষ। এদিন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত থেকে 'রত্ন' পেয়ে ভেসে গেলেন নস্ট্যালজিয়ায়, আপামোর সমর্থক–সদস্য–ভক্ত–অতিথিদের ভাসিয়ে দিলেন আবেগে। একটাই আব্দার করলেন, মোহনবাগানের ক্যান্টিন নিজের নামে চান। তিনি বলেন, আমার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে আমি খাদ্যরসিক। ক্যান্টিন ৩০ লাখ টাকা দিয়ে করে দিয়েছিলাম। আমরা স্টু পাউরুটি খেয়ে উদ্বোধন করেছিলাম। গল্প শোনালেন পুরনো দিনের। টুটু বসু বলেন, আইনে ছিল বিদেশি প্লেয়ার খেলাতে পারবে না। আমি সেই কাগজ ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। বলেছিলাম যা হওয়ার হবে। চিমা তখন সবে বিয়ে করেছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে যাই। টাকা পয়সার বিষয়ে স্ত্রী ক্যাথির সঙ্গে কথা বলতে বলে। সে তখন রান্না করছিল। রান্না ঘরে গিয়ে কথা বলি। সবসময় ক্লাবের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি।' ১৯১১ সালে খালি পায়ে ব্রিটিশদের হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জিতেছিল যে দল, সেই দলটার নাম ছিল মোহনবাগান। ১১ জন বাঙালির গায়ে ছিল সবুজ–মেরুন জার্সি। সেই মোহনবাগানকেই পরবর্তীকালে আগলে রেখেছিলেন টুটু বোস। তিনি বলেন, মোহনবাগান রত্ন হওয়ার জন্য ১ লাখ টাকা পেয়েছি। ক্লাবে ৪ লাখ টাকার চেক পাঠিয়ে দেব। মোহনবাগান ক্লাবে এখন আজীবন সদস্য ১৯ জন। পরের জন্ম ২০ নম্বর আজীবন সদস্য হতে চাই।' এ বছর মোহনবাগানের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন আপুইয়া। সেরা উদীয়মান ফুটবলারের পুরস্কার পেলেন দীপেন্দু বিশ্বাস। সেরা সমর্থক রিপন মণ্ডল। প্রতুল চক্রবর্তী নামাঙ্কিত সেরা রেফারির পুরস্কার দেওয়া হয় মিলন দত্তকে। মতি নন্দীর নামে সেরা ক্রীড়া সাংবাদিকের মরণোত্তর পুরস্কার পান অরুণ সেনগুপ্ত ও মানস চক্রবর্তী। লাইফ অ্যাচিভমেন্টে পুরস্কার পেলেন রাজু মুখোপাধ্যায়।

কড়া আইএফএ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএফএর ডিসিপ্লিনারি কমিটির সভায় মেসারার্স ক্লাবের ফুটবলার মুসলিম মোল্লা ও সান্নিক মুর্মু এবং সহকারী কোচ রাজীব দে ও খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলার অভীক গুহর বিরুদ্ধে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগের তদন্তভার কলকাতা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাদের সাময়িকভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের রিপোর্ট পাওয়া যাবে ততদিন এই সাসপেনশন বহাল থাকবে। মেসারার্স ক্লাব ও খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ওঠায় দুটি ক্লাবকে শোকজ করা হয়েছে।। তাদের উত্তর সন্তোষজনক না হলে আইএফএ পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আইএফএ সূত্রে জানানো হয়েছে।

ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেকেন্ড আইএসকেএফ ইন্ডিয়া ওপেন ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশীপ–২৫ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘায়। রাজ্যের সৈকত

নগরীতে সম্প্রতি আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ছিল সতোকান ক্যারাটে ফেডারেশন ইন্ডিয়া, আইএসকেএফ ইন্ডিয়া। আয়োজক সংস্থা সূত্রে জানানো হয়েছে, এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশের তিন শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন বয়সী পুরুষ ও মহিলা অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে একাধিক বিভাগে দু"দিন ব্যাপী সমগ্র প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বরাবরের মতোই পূর্ব বর্ধমান ও নদিয়া জেলার প্রতিনিধিরা এবারও নজরকাড়া সাফল্য লাভ করেছে। কাতা, কুমিতে, টিমকাতা প্রভৃতি বিভাগ মিলিয়ে এই দুই জেলার প্রতিনিধিদের সবমিলিয়ে সংগ্রহে এসেছে মোট ৩৯টি পদক।

নদিয়ার জ্যোতিষ্ক বিশ্বাস জয় করলেন চাঁদের পাহাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বপ্ন পূরণে আপনি কি কি করতে পারেন! বাড়ি করতে পারেন, গাড়ি কিনতে পারেন, ডেস্টিনেশন হনিমুনে যেতে পারেন বা আরও অনেক কিছু করতে পারেন। কিন্তু এক বাঙালি ছেলে হঠাৎ একদিন বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়' পড়ে স্বপ্ন দেখলেন সে শঙ্কর হবে, উপন্যাসের পাতা পেড়িয়ে, সিনেমার পর্দা থেকে বেড়িয়ে তিনি সত্যি সত্যি পূরণ করলেন বিভূতিভূষণ বাবুর স্বপ্ন। নদিয়ার জ্যোতিষ্ক বিশ্বাস বাস্তবে হয়ে উঠলেন উপন্যাসের শঙ্কর। তিনি স্বপ্ন দেখালেন, স্বপ্ন জ্বালালেন আরও হাজার হাজার প্রাণে। এমন রত্নই নদিয়ার করিমপুরের জ্যোতিষ্ক বিশ্বাসকে অনুপ্রেরণা শংকর হয়ে ওঠার। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই অমরসৃষ্টি হাতে নিয়েই জ্যোতিষ্ক পৌঁছে গেলেন আফ্রিকার বিখ্যাত রোয়েনজোরি পর্বতে, সঙ্গে একটি চিরকূট, তাতে লেখা – 'ট্রিবিউট টু

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়'। সঙ্গী স্রেফ একটি সাইকেল। নদিয়ার করিমপুরের জামতলার বাসিন্দা জ্যোতিষ্ক বিশ্বাসের বাবা প্রাক্তন সেনা কর্মী। ভ্রমণের শখ ছোটবেলা থেকেই। বাবার পেশার সুবাদে ঘুরেছেন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। ভ্রমণপিপাসু সাইকেলপ্রেমী যুবক এর আগে হিমালয় থেকে শুরু করে একাধিক জায়গায় ভ্রমণ করলেও মূল লক্ষ্য ছিল ছোটবেলায় পড়া বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় ছোঁয়া। গত জুন মাসে নিজের জমানো টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন চাঁদের পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। গন্তব্য, রেলওয়ে হেড অফিস, বোম্বাসা, পূর্ব আফ্রিকা। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে বিভূতিভূষণের শংকর এখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল চাঁদের পাহাড়ের উদ্দেশে। ঠিক তার শতাব্দী পরে বাংলার শংকর সাইকেলে যাত্রা শুরু করেন গন্তব্যে। সেখানে পৌঁছনোর আগে পেরিয়েছেন আফ্রিকার একাধিক দেশ। দেখা হয়েছে অনেক মানুষের সঙ্গে, হয়েছে পরিচয়ও। খুব সহজেই হয়ে উঠেছেন তাঁদের একজন। বর্ণনা করেছেন একাধিক রোমহর্ষক, বিপদসংকুল অভিজ্ঞতার। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন মানুষখেকো বাঘের নখের ছবি। ছোটবেলা থেকে ভালোবাসা বলতে সাইকেল আর অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। সেটাই জ্যোতিষ্ককে টেনে নিয়ে গেল স্বপ্নপূরণের পথে। এই যাত্রাপথে উগান্ডা থেকে একটি ভিডিও শেয়ার করেছিলেন তিনি। সেখানে জ্যোতিষ্ককে বলতে শোনা যায়, বিভূতিবাবু, আমি রয়েছি আপনার স্বপ্ন পূরণের জন্য। কথা রেখেছেন জ্যোতিষ্ক। পৌঁছেছেন সাহিত্যিকের কল্পিত সেই চাঁদের পাহাড়, রোয়েনজোরি পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মার্গারিটা পিকে। এর উচ্চতা ৫,১০৯ মিটার বা ১৬,৭৬৩ ফুট। এটি আফ্রিকার তৃতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। বাস্তবে কোনও বাঙালির এই প্রথম চাঁদের পাহাড় জয়।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com